একটি সত্যের সন্ধানে ইবুক

তাকদির

জলিল মিয়া

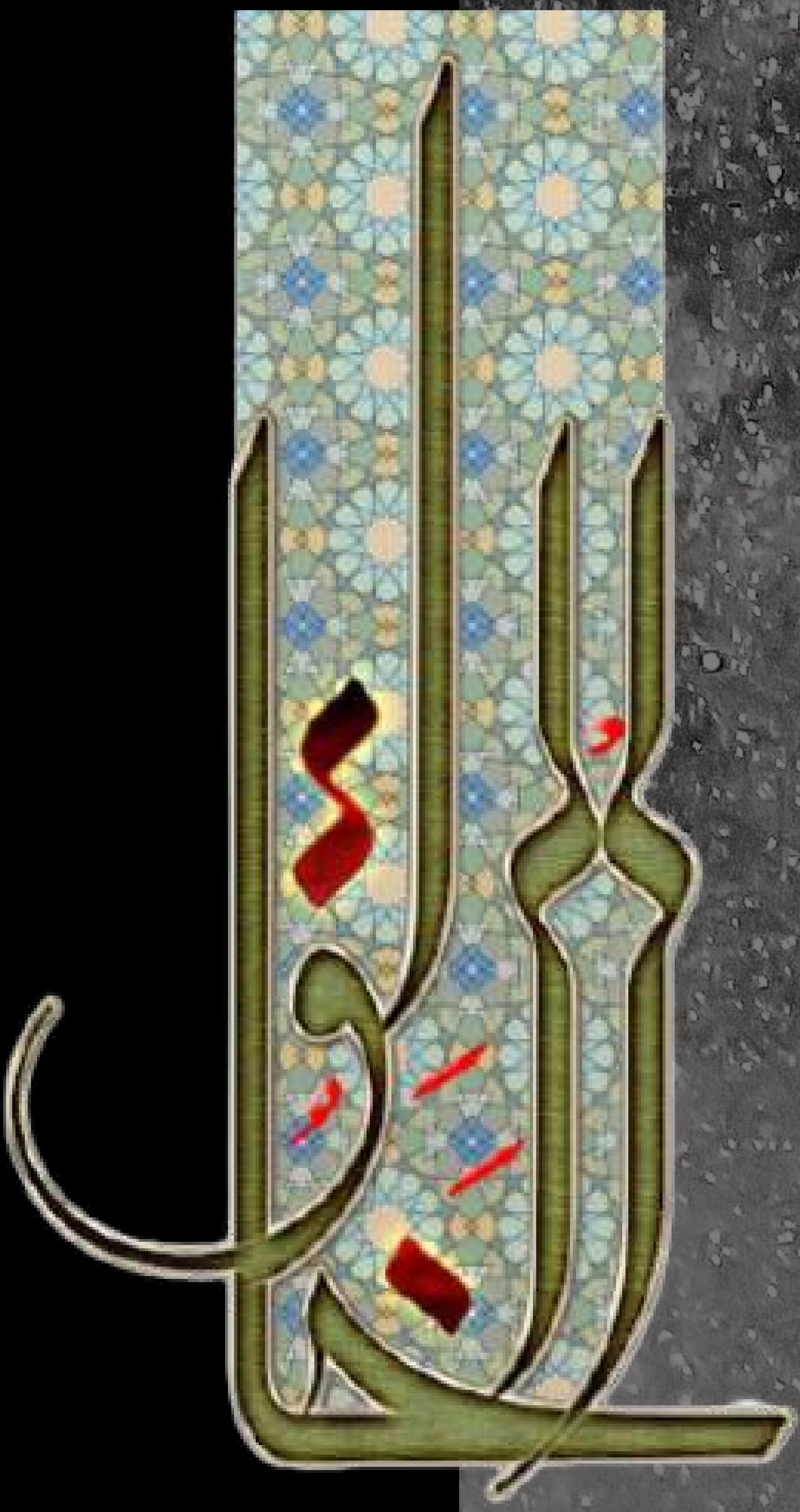

shottershondhane.com

ইবুক তৈরি শুভ্র ফয়সাল

তাকদির
জলিল মিয়া

গ্রন্থস্বত্ব
জলিল মিয়া
(অনুমতি ব্যতিরেকে
এই বই এর কোন অংশের মুদ্রণ করা যাবে না: তবে ইবুকটি বন্টন করা যাবে, ধন্যবাদ)

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০২১ ইংরেজি

ইবুক তৈরী
শুভ্র ফয়সাল

প্রচ্ছদ
শুভ্র ফয়সাল

সম্পাদনা
সত্যের সন্ধানে

প্রকাশক
সত্যের সন্ধানে

ইমেইল
info@shottershondhane.com
shuvro@shottershondhane.com

ওয়েব
www.shottershondhane.com
www.shottershondhane.org

মূল্য
ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

উৎসর্গ

পৃথিবীর সমগ্র তাকদিরে বিশ্বাসী মানুষের জন্য

লেখকের কথা

আমরা যারা ধার্মিক পরিবারে জন্মেছি তারা ছোট থেকেই সেই সেই ধর্মটাকে চিরন্তন সত্য বলে জানি,অধিকাংশ ধার্মিকরা ধর্ম পায় পরিবার সূত্রে,তার পরিবার মুসলিম বলে সে মুসলিম,তার পরিবার হিন্দু বলে সে হিন্দু বৌদ্ধ বলে সে বৌদ্ধ, এবং আমাদেরকে কখনোই কোন অপশন দেওয়া হয় না যাচায় বাছায় করার,কারণ যদি যাচায় বাছায় করতে যাই তবে সমাজের চোখে পরিবারের চোখে আমরা হয়ে যায় পাপি।আমাদের অধিকাংশ কখনো তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ কখনো অর্থ সহকারে বুঝে পড়ে দেখে না,পরিবার,সমাজ,সাধু,বাবা,হুজুররা যা বলেছে সেটাকেই তারা চিরন্তন সত্য বলে ধরে নেয়।কখনো কোন প্রশ্ন করে না,প্রশ্ন করতে শিখেও না।যদি ভালো করে বুঝে পড়তো তবে অবশ্যয় চিন্তাশীলমানুষের মনে ধর্মের নানা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন জাগতো,ভেবে দেখতো কেন এটা হলো কেন ওটা হলো না। আমি পৈত্রিক সূত্রে মুসলিম পরিবারে জন্মেছি আমার বয়স ২৫ পর্যন্ত আমিও সেই গোড়া ধর্মান্ধ ধার্মিক ছিলাম,পরিবার সমাজা মোল্লা শায়েখদের কাছ থেকে যা শুনে শুনে বড় হয়েছি সে গুলোকেই সত্য বলে ধরে নিয়ে বড় হয়েছি, কখনো নিজ ধর্ম গ্রন্থ অর্থ সহকারে পড়ে দেখার চেষ্টাও করিনি।মাঝে মাঝে নেটে গেলে অনেক নাস্তিক, সংশয়বাদীদের লাইভ দেখতাম ইউটিউবে তাদের ভিডিও দেখতাম,আর মনে মনে ভাতাম তারা সব গুলো জাহান্নামের কিট,ধর্মের নামে কী আজেবাজে কথাই না বলছে,মিথ্যা বলছে।একদিন কেন জানি আমার ইচ্ছা হলো নাস্তিকরা যে কথা গুলো ধর্ম নিযে বলে সে গুলো সত্য কী না যাচায় করতে,ধর্মের বই থেকে তাদের দেওয়া রেফারেনরস গুলো চেক করতে। একদিন কোরান পড়া শুরু করলাম,মনে প্রশ্ন আসতে শুরু করে,তারপর হাদিস সীরত একে একে পড়লাম।পড়ার পরে আমার ভেতর প্রশ্নের ঝর বয়ে গেলো।অনেক দিন এই ঝড় নিয়ে নিজের সাথে বুঝাপড়া করেছি ভালোভাবে নিজের প্রশ্ন গুলোকে নিজেই খন্ডাবার চেষ্টা করেছি,কিন্ত পারিনি,কারণ কোরান হাদিস যেখানে স্পষ্ট বলা আছে সেখানে নিজেকে অন্য কিছু দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া মানে নিজে ঠকানো।অনেক বুঝাপড়ার পর একদিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি এই ঠুনকো জিনিস ধরে রাখার চেয়ে না রাখাটাই ভালো।আমার সবচেয়ে বেশি যেটা ভাবিয়েছে সেটা হলো তাকদির,পরেগিয়ে দেখি শুধু তাকদির না আরো অনেক কিছুতেই প্রশ্নবিদ্ধ হতে হয় ধর্মকে। কোরান হাদিস বলে তাকদির আগে থেকে নির্ধারিত,যদি আগে থেকে নির্ধারিত হয় থাকে তবে মানুষের দোষ কোথায়?যে স্রষ্টা স্বৈরাচারির মত যা খুশি তাই করতে পারে,নিজেই মানুষকে গোমরাহ করে নিজেই জাহান্নামে পাঠাতে পাঠাতে পারে সেটা নিশ্চয় প্রকৃত স্রষ্টা হতে পারে না।প্রকৃত স্রষ্টা আছে কী না আমি সেটা জানি না,তবে এতটুকু নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি আমি যে ধর্মে বড় হয়েছি সেটা প্রকৃত স্রস্টার না সেই ধর্মের সংজ্ঞা অনুযায়ী।তাকদির নিয়ে হুজুররা যা বলে সেটার সাথে আমি পুরোপুরি কোরান হাদিসের অমিলপাই।তরার যেভাবে তাকদিরকেব্যাখ্যা করে সেটা ধর্মের সাথে যায় না,আর ধর্মীয় ব্যাখ্যা নিলে স্রষ্টা হয়ে যায় স্বৈরাচারী এবং সব অন্যায়ের মূল হোতা যেটা ধার্মীকরা কখনো মেনে নিতে পারবে না। আমার এই ক্ষুদ্র বইটি লিখার মূল উদ্দেশ্য হলো কোরান হাদিসের আসল কথা গুলো সামনে আনা যে গুলো হুজুর বা অনলাইন দাঈ রা বলে না কখনোই, এবং এটা দেখানো যে তাদের ব্যাখ্যা তাদের ধর্মের বিরোদ্ধে যায়। এই ছোট বইটিকে আমি রেফারেন্স সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি, (যদিও অনিচ্ছাকৃত বানান ভুলের জন্য আমি দুঃখিত) যাতে পাঠকরা সব কিছুই মিলিয়ে নিয়ে পড়তে পারেন। আমার বই পড়ে যদি কোন একজনও সত্য উপলবব্দি করে, শূন্য থেকে চিন্তা করতে পারে, ধর্মীয় বিষয় গুলোকে নতুনকরে ভাবতে পারে তবে আমার লেখা স্বার্থক হবে।

ধন্যবাদ
জলিল মিয়া

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তাকদির

করিম চাচা সেই যুগের মেট্রিট্রক পাশ,বই পড়ার নেশাটা উনার অনেক আগে থেকেই,উনি ধার্মিকও বটে,বাড়ির পাশে মসজিদ,উনি পাঁচওয়াক্ত নামাজ মসজিদে পড়েন,রোজা রাখেন ইসলামের যাবতিয় বিষয়াদি আছে উনি সে গুলো অক্ষরে অক্ষরে মানার চেষ্টা করেন।উনার তিন ছেলে তিন মেয়ে,তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে,বড় দুই ছেলে সৌদি থাকেন,আর ছোট ছেলেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্সে পড়ে।দুই ছেলেই মা বাবাকে হজ্জ করিয়ে এনেছেন। আসার সময় বাবার বই পড়ার নেশা দেখে বড় ছেলে বাবাকে কোরান হাদিসের অনেক বই দিয়েছেন,সৌদি আরবের অনুমোদিত কোরানের তাফসিরও অনুবাদ দিয়েছেন।করিম সাহেব এখন নামাজ রোজার পাশাপাশি ইসলামিক বই গুলো পড়েন,কোরান বাংলা অনুবাদ সহ বুঝে বুঝে তাফসির সহ পড়েছেন।সেই সাথেবোখারি,মুসলিম সহ বেশ কিছু হাদিস গ্রন্থ এখন উনার ব্যক্তিগত লাইব্রেড়িতে শুভা পাচ্ছে।করিম চাচার বই পড়ার নেশা ছিলো বলেই উনার একটা ছোট খাটো লাইব্রেড়ি ছিলো,স্কুল জীবন থেকেই নাকি গল্পের বই পড়ার নেশা,সেকালের যত বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলো সবার বই নাকি উনার পড়া,রাজনীতি নিয়েও উনার বেশ পড়াশুনা আছে,ছোট ছেলেকে প্রায় বলে যে ঢাকা থেকে আসার সময় তার জন্য যেন সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের কিছু বই আনে।তো সব মিলিয়ে করিম চাচার একটা ছোট খাটো লাইব্রেড়ি।হজ্জ থেকে আসার পর বোধয় আর একটু বেশিই ধার্মিক হয়ে গেছিলেন,অন্য বই বাদ দিয়ে শুধু ধর্মীয় বই নিয়ে পড়ে থাকতেন।

কোরান অনুবাদ ও তাফসীর সহ পড়া শেষ করলেন,বোখারি মুসলিমের অধ্যায় বেছে বেছে কিছু হাদিসও পড়লেন,বিশেষ করে তাকদির অধ্যায়ের,কারণ তাকদির নিয়ে উনার সবসময় একটা প্রশ্ন ছিলো কিন্তু কেউ কোন সদুত্তর দিতে পারেনি।হুজুররা যা বলতো তাই ইমানের সাথে বিশ্বাস করতো।

নবী জীবনীও দুইটা পড়েছে,ছোট ছেলেকে দিয়ে ঢাকা থেকে ইবনে ইসাক ও হিশামের অনুবাদও আনিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে।

কিন্তু কিছু দিন ধরে করিম চাচার আমলে একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।প্রায় অলসামি করে ফজর নামাজটা ছেড়ে দেন,আসরের সময় ঘুমে থাকেন,এশার সময় দেখা যাচ্ছে খবর দেখছেন বা বই পড়ছেন।উনার স্ত্রী প্রথম প্রথম ভাবতেন অসুস্থ বোধয় তায় কাজা করছে,পরে পড়ে নিবে,কিন্তু কাকা পরেও পড়েন না।চাচী এক সময় জিজ্ঞেসই করে ফেল্লো,কী ব্যাপার আজকাল নামাজ ছেড়ে দেন দেখি মাঝে মাঝে।চাচা হেসে বল্লেন আমি তো ছাড়ি না তাকিদরই আমাকে দিয়ে ছাড়াচ্ছে।

চাচি সহজ সরল ধার্মীক মানুষ,চাচার কথার কিছুই বল্লেন না না,শুধু বিড় বিড় করতে করতে চলে গেলেন যে ছেলেডা হজ্জ করাইছে,বাড়ির পাশে মসজিদ যদি নামাজ না পড়েন তবে লোকে কী বলবে?

সত্যের সন্ধানে

shottershondhane.com

চাচা চাচির সাথে কিছুই বল্লেন না,নিজ মনে বই পড়ছিলেন।মসজিদের পাশে করিম চাচাদের বাড়ি হওয়াই আর করিম চাচাও ধার্মিক হওয়াই চাচা বলেছিলেন আমি যতিদিন বেঁচে থাকবো ততদিন ইমাম সাহেব আমাদের ঘরে খাবেন।মসজিদের ইমামের খাবার জায়গা হচ্ছে করিম চাচার বাড়ি।হুজুর সেদিন রাতে খেতে এসে করিম চাচাকে বল্লেন,চাচা আজকাল শরীরটা খারাপ নাকি,মসজিদে দেখি না যে।

করিম চাচা: না হুজুর শরীর খারাপ না,শরীর ঠিকি আছে,তবে আল্লাহ যেদিন মসজিদে নেওয়াবে সেদিন আবার যাবোনে।

হুজুর:চাচা,আল্লাহ তো আর কাউকে হাতে ধরে কিছুই করায় দেয় না,বান্দা চেষ্টা করলে তারপর আল্লাহ তার ফল দেয়,আপনি মসজিদে যেতে চেষ্টা করলে আল্লাহ আপনাকে অবশ্যয় নিবে।

করিম চাচা:হুজুর,মাশাল্লাহ আপনার এলেম তো ভালোই,শীতের মৌসুমে প্রায় ওয়াজ টোয়াজ করেন,বড় বড় মাহফিলে যান মেহমান হিসেবে,বলতে গেলে শীতের সিজন সবটাই দূর দুরান্তে মাহফিল করে বেড়ান।কিছু মনে কইরেন না,আপনি যেন কী পর্যন্ত পড়েছেন?

হুজুর:আমি কামেলে ফাস্ট ক্লাশ,তারপরে কওমিতে থেকে মুফতি পাশ করেছি।

করিম চাচা:মাশাল্লাহ,তাহলে তো আপনি ভালোই জানেন দ্বীন সম্পর্কে।আমার কিছু প্রশ্ন ছিলো যদি একটু কষ্ট করে উত্তর দিতেন।

হুজুর:বলুন চাচা,আমার জানা থাকলে আমি দিবো।

করিম চাচা:তাকদির বিষয়টা আসলে কেমন?

হুজুর:তাকদির শব্দের অর্থ চাচা নির্ধারণ,বন্টন,পরিমান ইত্যাদি।আল্লাহ তার বান্দার জন্য যা কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটাই তাকদির।

করিম চাচা:খুব সুন্দর খুব সুন্দর,আচ্ছা হুজুর তাকদির কি বদলানো যাবে,মানে আল্লাহর কথার কি কোন রদবদল হবে?

হুজুর:না,আল্লাহর কথার কখনোই কোন রদবদল হবে না,উনি যা লিখে রেখেছেন তাই হবে।

করিম চাচা:হুজুর একটা হাদিস পড়লাম সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগেই নাকি বান্দার সব কিছু লিখা আছে,হায়াত-মওত,বিয়া-সাদি,আমল টামল রিজিক সবই নাকি লিখে রাখছে?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

হুজুর:জি চাচা আল্লাহ সবার আগে কলম তৈরি করছেন তারপর সেই কলমকে বল্লেন লিখো তারপর কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে সব লিখেছে।
করিম চাচা:হুজুর জাহান্নাম জান্নাত সবই কি লিখা আছে?
হুজুর:অবশ্য সবই লিখা আছে।
করিম চাচা:তাইলে তো হুজুর আর আমল কইরা কী করাম নামাজ রোজা কইরা কী করাম,আমার জন্য তো একটা জায়গা লিখা আছেই।
হুজুর:কিন্তু চাচা আপনি তো জানেন না আপনার জন্য কী লেখা আছে,তাই আপনার উচিত হবে আমল করা,এ ধরণের প্রশ্ন চাচা সাহাবিরাও নবীজিকে করতো,তখন নবীজি সুন্দর একটা হাদিস বলেন,
হাদিস টা হলো,
গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ)
অধ্যায়ঃ ৮২/ তাকদীর (كتاب القدر)
হাদিস নম্বরঃ ৬৬০৫

৮২/৪. আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহর বিধান সুনির্ধারণে নির্ধারিত। (সূরাহ আহযাব ৩৩/৩৮)

৬৬০৫. ‘আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একটুকরা খড়ি। যা দিয়ে তিনি মাটির উপর দাগ টানছিলেন। তিনি তখন বললেনঃ তোমাদের মাঝে এমন কোন লোক নেই যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লেখা হয়নি। লোকদের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাহলে (এর উপর) নির্ভর করব না? তিনি বললেনঃ না, তোমরা ‘আমাল কর। কেনেনা, প্রত্যেকের জন্য ‘আমাল সহজ করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেনঃ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى الْآيَةَ। [১৩৬২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬১৪৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬১৫২)

করিম চাচা:হুজুর আমাল মানে কী?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

হুজুর:কাজ বা কর্ম,নেক আমল মানে হলো ভালো কাজ আর বদ আমল হলো খারাপ কাজ।
করিম চাচা:হুজুর এই হাদিসটাতে তো আমাল করতে বলা হইছে মানে কাজ করতে,আবার বলছে যাকে যার জন্য বানাইছে তার জন্য সেটা সহজ,ধরেন আমারে যদি জান্নাতের জন্য বানায় তবে আমার জন্য জান্নাতের আমল করা সহজ,আবার আমারে যদি জাহান্নামের জন্য বানিয়ে থাকে তবে আমার জন্য জাহান্নামিদের আমল সহজ,এই হাদিসের মানে কি এইটা বুঝায় না?
হুজুর:জি এটাই বুঝায় তাতে সমস্যাটা কী?
করিম চাচা:তাহলে হুজুর আল্লাহ যদি আমাকে আগেই জান্নাত বা জাহান্নামের জন্য বানিয়ে রাখে এবং আমাকে সে অনুযায়ী কাজ করা সহজ করে দেয় তাহলে আমার আর নিজের ক্ষমতা কোথায় থাকলো বা দোষই কোথায় থাকলো,এখন আমি যদি জাহান্নামে যাই তবে সেটা তো আর আমার দোষে না,আল্লাহ আমার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করে রাখছে বলেই তো আমি জাহান্নামে যামু,আমি জাহান্নামের কাজ করবো,তাই না হুজুর?এখন আমি যদি জাহান্নামে যাই তাহলে দোষ কি আমার?আমি যদি নামাজ না পড়ি,দোষ কি আমার,বা ধরেন আমি যদি খুন করি সে দোষও কি আমার?তাহলে আমার বিচার হইবো ক্যান?যে কাজের জন্য আমি দায়ীই না সে কাজের জন্য আমার বিচার হবে,কথাটা কি হুজুর যুক্তিসংগত?
হুজুর:কিন্তু চাচা ব্যাপারটা তো এমন না,বরং আল্লাহ জানেন আপনি কী করবেন তাই সে অনুযায়ী লিখে রেখেছে,আল্লাহ জানতেন আপনি খারাপ কাজ করবেন,আপনি নামাজ রোজা এসব কিছুই করবেন না তাই আল্লাহ আপনার ভাগ্যে লিখে রেখেছে সে জাহান্নামি,আর যে ব্যাক্তি ভালো কাজ করবে যেমন নামাজ রোাজ আল্লাহর হুকুম মানবে তার জন্য জান্নাত লিখে রেখেছে,ব্যাপারটা কিন্তু চাচা এমন না যে আল্লাহ লিখে রেখেছে বলেই আপনি জাহান্নামে যাবেন বরং আপনি যা করবেন তা আল্লাহ আগে থেকেই জানেন,কারণ আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ,উনার কাছে কিছুই গোপন নেই।
করিম চাচা:হুজুর,আল্লাহ যদি সব আগে থেকেই জানেন তবে খারাপ কাজ গুলোতে আল্লাহ বাধা দেন না কেন?এই যেমন ধরেন একটা লোক খুন হলো,আল্লাহ খুনটাকে কেন বাধা দিচ্ছেন না,একটা ডাকাতি হচ্ছে আল্লাহ কেন বাধা দিচ্ছে না,আল্লাহ তো সব জানেন,তাহলে আল্লাহ জেনে শুনে একটা খারাপ মানুষ কেন পাঠালো,সেই মানুষটা দুনিয়াতে কত খারাপ কাজ করতাছে,কত মানুষ মারতেছে,এই যেমন

ধরেন হিটলার নাকি ৬০ লাখ ইহুদি মারছে,আল্লাহ তো জানতেন সে যে মারবে তো আল্লাহ জেনে শুনে ৬০ লাখ মানুষ মারতে দিলো?
হুজুর:চাচা দুনিয়াটা হলো পরিক্ষাক্ষেত্র এখানে আমি আপনি সবাই পরিক্ষা দিতে আসছি,যেমন আল্লাহ কোরানে বলেন,
২:১৫৫
وَ لَنَبۡلُوَنَّكُمۡ بِشَیۡءٍ مِّنَ الۡخَوۡفِ وَ الۡجُوۡعِ وَ نَقۡصٍ مِّنَ الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَنۡفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِیۡنَ ﴿۱۵۵﴾
"আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।"

৬৭:২
الَّذِیۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَیٰوۃَ لِیَبۡلُوَکُمۡ اَیُّکُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ وَ ہُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡغَفُوۡرُ ۙ﴿۲﴾
"যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।"
এছাড়াও আরো বহু জায়গায় আল্লাহ বলেছেন দুনিয়া হলো পরিক্ষার জায়গা এখানে চাচা আমরা সবাই পরিক্ষা দিতে আসছি,পরিক্ষক যেমন পরিক্ষার হলে ছাত্র ভুল করলেও তাকে বলে দেন না বা শুধরে দেন না,শুধু চুপচাপ থাকেন আর টাইম দেখেন,টাইম শেষ হলেই যেমন পরিক্ষক খাতা টান দিয়ে নিয়ে যান আমাদেরও একদিন টাইম শেষ হবে,তখন আল্লাহ খাতা নিয়ে যাবেন,তারপর আমাদের খাতা অনুয়ায়ী ফলাফল দেওয়া হবে
করিম চাচা:হুজুর সুন্দর কথা কইছেন,শুনতে যৌক্তিক মনে হইছে,আমার আরো কিছু কথা ছিলো আপনার কথার প্রেক্ষিতে, যাক সে সব এখন আর কমু না একটা হাদিস দেখায় আপনারে সে হাদিস পড়লে বুঝি বান্দার কাজের কোন দাম নাই,তার তাকদিরে যা লেখা আছে তার সাথে তাই হবে,হাদিস টা হলো-

গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী (ইফাঃ)
অধ্যায়ঃ ৭০/ তাকদির (كتاب القدر)
হাদিস নম্বরঃ ৬১৪২

পরিচ্ছেদ নাই

৬১৪২। আবূল ওয়ালীদ হিশাম ইবনু আবদউল মালিক (রহঃ) ... আবদুলাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ বিশ্বাসী ও বিশ্বস্ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্র বিন্দুরূপে জমা থাক। তারপর ঐরুপ চল্লিশ দিন রক্তপিণ্ড এবং এরপর ঐরুপ চল্লিশ দিন গোশত পিন্ডাকারে থাকে। তারপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরন করেন এবং তাকে রিযিক, মউত, দূর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য-এ চারটি ব্যাপার লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে যে কেউ অথবা বলেছেনঃ কোন ব্যাক্তি জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে।

এমন কি তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে তখন কেবলমাত্র একহাত বা এক গজের ব্যবধান থাকে। এমন সময় তাকদীর তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর তখন সে জান্নাতীদের আমল করা শুরু করে দেয়। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যাক্তি বেহেশতীদের আমল করতে থাকে। এমন কি তার মাঝে ও জান্নাতের মাঝে কেবলমাত্র এক গজ বা দু-গজের ব্যবধান থাকে। এমন সময় তাকদীর তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর অমনি সে জাহান্নামীদের আমল শুরু করে দেয়। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আবূ আবদুল্লাহ বুখারী (রহঃ) বলেন যে, আদম তার বর্ননায় শুধুমাত্র ذِرَاعٌ (এক গজ) বলেছেন।

হাদিসের মানঃ সহিহ
হুজুর দেখেন,এইখানে বলতাছে সে যদি ভালো কাজও করে কিন্তু তার তাকদিরে যদি জাহান্নাম লেখা থাকে তবে সে জাহান্নামেই যাবে,আর যদি কারো জান্নাত লেখা থাকে তবে সে যত খারাপ কাজই করুক না ক্যান তাকদির তারে টেনে জান্নাতে নিয়া যাবে,এইটা কিন্তু হুজুর সহিহ হাদিস।হুজুর আপনি আরো একটা কথা কইছেন যেমন বান্দা যা করবো সব আল্লাহ আগে থেকেই জানে সে হিসাবেই লিখে রাখছে,হুজুর আপনার কথার প্রেক্ষিতে কোন হাদিস আছে কি?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

হুজুর:চাচা এসব হাদিস যদি আপনি এমনিতেই পড়ে যান কোন আলেম ছাড়া তবে তো আপনি গোমরাহ হবেন,আপনাকে দেখতে হবে এসব হাদিসের ব্যাপারে মুহাদ্দিসেরা কী কী ব্যাখ্যা দিছে,তারা কী বুঝলো,এখন একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ হয়ে যদি আপনি কোরান হাদিসের ব্যাখ্যা করতে যান তবে কিন্তু আপনার গোমরাহ হবার সম্ভাবনা থাকে,কারণ আরবি শব্দের নানান অর্থ থাকে কোন জায়গায় কোন অর্থ বসবে এবং সেই অর্থের ব্যাখ্যা কী হবে সেটা আলেমরা ভালো জানেন,সাধারণ মানুষ এসব পড়লে সাধারণ চোখে তাদের কাছে বিষয় গুলো খটকা লাগবে,তাই আমাদের উচিত আলেম উলামারা বড় বড় ইমামগন কী বলে গেছেন সেটার উপর আমল করা,আর চাচা তাকদির নিয়া এতো কথা বলাও ঠিক না,আল্লাহ রাসুল তাকদির নিয়া বেশি তর্কাতর্কি করতে নিষেধ করে গেছেন,হাদিসটা হলো-
গ্রন্থঃ সূনান তিরমিজী (ইফাঃ)
অধ্যায়ঃ ৩৫/ তাকদীর (كتاب القدر عن رسول الله ﷺ)
হাদিস নম্বরঃ ২১৩৬

তাকদীর নিয়ে আলোচনায় মত্ত হওয়া সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী।

২১৩৬. আবদুল্লাহ ইবন মুআবিয়া জুমাহী (রহঃ) .... আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন। আমরা তখন তাকদীর বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিলাম। তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর চেহারা লাল হয়ে উঠল, তাঁর দুই কপালে যেন ডালিম নিংড়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেনঃ এই বিষয়েই কি তোমরা নির্দেশিত হয়েছ? আর এই নিয়েই কি আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তীরা যখন এ বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে তখনই তারা ধ্বংস হয়েছে। দৃঢ়ভাবে তোমাদের বলছি, তোমরা যেন এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হও।
হাদিসের মানঃ হাসান

তাকদির হচ্ছে আল্লার গায়েবি খবর,আল্লাহর এখতিয়ার,আমাদের কোরান হাদিসে যে টুকু করতে বলা হয়ছে,নবী আমাদের যা করতে বলেছে আমরা তা করবো,আমাদের চেষ্টা থাকতে হবে ভালো কাজ করা,তাকদিরে কী আছে সেটা নিয়ে পড়ে থাকা না।।চাচা আমি আজ উঠি ,আমার আবার আজ একটা দাওয়াত আছে,আজ আমি আসি চাচা।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এই বলে সেদিন হুজুর চলে গেলেন,হুজুর চলে যাওয়ার পর চাচা মনে মনে হাসলেন,চাচা জানতেন যখন কোন যুক্তিসংগত উত্তর থাকবে না তখনই অন্ধ ভাবে মানার কথা বলবে,তখনই আলেম ওলামার দোহায় দিবে,তখনই বলবে আপনি বুঝেননি,আপনি বুঝলে তো হবে না,বড় বড় মুহাদ্দিস গন কোরান যেভাবে বুঝে গেছেন সেভাবে বুঝতে হবে।এসব চাচার জানা কথা ছিলো,চাচা ইচ্ছে করেই হুজুরের সাথে তর্ক আর বাড়ালেন না,হুজুর মানুষ না জানি আবার কার বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়ে বলে বসে করিম চাচা উল্টা পাল্টা কথা বলে,করিম চাচা মনে হয় নাস্তিক মাস্তিক হয়ে গেছে খালি নাস্তিকদের মত প্রশ্ন করে,প্রশ্ন করার নাম ইমান না ইমান হচ্ছে মানার নাম,একটা হাদিসই তো আছে মুমিন হলো নাকে দড়ি বাধা উটের মত।

গ্রন্থঃ সুনানে ইবনে মাজাহ
অধ্যায়ঃ ভূমিকা পর্ব (كتاب المقدمة)
হাদিস নম্বরঃ ৪৩

৬. হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ি রাশিদীনের সুন্নাতের অনুসরণ।

২/৪৩। ইরবায ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন হৃদয়গ্রাহী নাসীহাত করেন যে, তাতে (আমাদের) চোখগুলো অশ্রু ঝরালো এবং অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হল। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এতো যেন নিশ্চয়ই বিদায়ী ভাষণ। অতএব আপনি আমাদের থেকে কি প্রতিশ্রুতি নিবেন (আদেশ দিবেন)? তিনি বলেনঃ আমি তোমাদের আলোকিত দ্বীনের উপর রেখে যাচ্ছি, তার রাত তার দিনের মতই (উজ্জ্বল)। আমার পরে নিজেকে ধ্বংসকারীই কেবল এ দ্বীন ছেড়ে বিপথগামী হবে।

তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে সে অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব তোমাদের উপর তোমাদের নিকট পরিচিত আমার আদর্শ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদ্বীনের আদর্শ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা তা শক্তভাবে দাঁত দিয়ে আকড়ে ধরে থাকবে। তোমরা অবশ্যই আনুগত্য করবে, যদি হাবশী গোলামও (তোমাদের নেতা নিযুক্ত) হয়। কেননা মুমিন ব্যাক্তি হচ্ছে নাসারন্ধ্রে লাগাম পরানো উটতুল্য। লাগাম ধরে যে দিকেই তাকে টানা হয়, সে দিকেই যেতে বাধ্য হয়।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তাহক্বীক্ব আলবানী: সহীহ। তাখরীজ আলবানী: সহীহাহ ৯৩৭, ফিলাল। হাদিসের মানঃ সহিহ

এখন মুমিন যদি নাকে দড়ি বাধা উটের মত হয় তবে সে আর নিজ থেকে ভাব্বেটা কী করবে টা কী?তার জন্য করার মত আর কিছুই নাই।
করিম চাচা কোরান হাদিস পড়ার পর উনার ভেতরে একটা পরিবর্তন চলে আসছে,উনি পুরো কোরানটা অর্থ সহ পড়েছেন,আগেও তিনি কোরান খতম দিতেন কিন্তু কখনো অর্থ সহ পড়েননি।প্রথমবার অর্থসহ পড়ার পর উনার কেমন যেন লাগলো,উনি আবার পড়ার চেষ্টা করলেন,কিন্ত যতই পড়ে উনার মাথার ভেতর খালি প্রশ্ন আসে।এই যেমন কোরানে নবীর চাচারে নিয়া একটা সূরা আছে সূরা লাহাব,এই সূরাতে আবু লাহাবকে অভিসম্পাত করা হইছে।আবু লাহাব কি এমন কাজ করছে যে তাকে এমন অভিসম্পাত করা হইছে,এবং সেটা চলতেছে গত ১৪৫০ বছর ধইরা।সীরাত পড়ে উনি জানেন আবু লাহাব প্রথম প্রথম নবীর বিরোধীতা করেন নাই,যখন বলছে নবীর দাদা মানে আবু লাহাবের বাবাও জাহান্নামে যাবে তখন থেকেই আবু লাহাব নবীর বিরোধীতায় লাগছে,এটাই তো স্বাভাবিক কেউ যদি কারো বাবাকে বলে যে তোমার বাবা জাহান্নামের কিট তবে কার না লাগবে।আচ্ছা এই আবু লাহাবরে অভিসম্পাত দেওয়ারই বা কী আছে,সর্ব শক্তিমান কি কাউরে অভিশাপ দেয়,সর্ব শক্তিমানের অভিশাপের তো কোন দরকারই পড়ে না,তিনি তো কুন ফায়া কুন বল্লেই আবু লাহাব শেষ হইয়া যাইতো, তবে তিনি অভিশাপ দিলেন ক্যান।আমরা জানি যখন কোন ব্যাক্তির দ্বারা কাউকে ক্ষতি করা সম্ভব হয় না তখনই সে অভিশাপ দেয়,অভিশাপের অর্থই হলো আমি পারি নাই,আল্লাহ যেন তোর বিচার করে,আল্লাহ যেন তোরে লেংড়া বানায় দেয়,তোরে কানা বানায় দেয়,অথবা আমরা যখন বলি তোর অমঙ্গল হোক তখন কিন্তু এটা তার জন্য একটা বদদোয়া করছি,মানে তার ক্ষতির জন্য আরেকজনের কাছে বা মহান স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করছি।এখন কোরানে যে আল্লাহ আবু লাহাবরে হাত ধ্বংস হওয়ার অভিশাপ দিলো সেটা কার কাছে দিলো?আল্লাহ কী তখন আবু লাহাবে হাত ধ্বংস করতে ব্যার্থ হইছিলো?ব্যার্থ হইয়া কি অভিশাপ দিলো,যেহেতু আল্লাহই সর্বশক্তিমান সেহেতু আল্লাহ অভিশাপ দিতে পারেন না,কারণ অভিশাপ দেওয়ার মানেই যেহেতু বদদোয়া করা।
তারপর আরো প্রশ্ন আসে করিম চাচার মনে যেমন কোরান যদি সর্বকালের সব মানুষের জন্য হেদায়তের বাণী হয় তবে কোরানে নবীর ব্যক্তিগত বিষয় যেমন উনার বউয়েরা কী করছে উানার বউয়ের নামে কে অপবাদ দিছে,এসব কেন দিলো,কোরানে উনার বউদেরকে শাসানির জন্যও আল্লাহ আয়াত নাজিল করছে,যেমন:

৩৩:২৮

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّقُلۡ لِّاَزۡوَاجِکَ اِنۡ کُنۡـتُنَّ تُرِدۡنَ الۡحَيٰوۃَالدُّنۡيَا وَ زِيۡنَتَہَا فَتَعَالَيۡنَ اُمَتِّعۡکُنَّ وَ اُسَرِّحۡکُنَّ سَرَاحًا جَمِيۡلًا ﴿۲۸﴾

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

“হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল, ‘যদি তোমরা দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা কর তবে আস, আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় করে দেই”

এখন এই আয়াত দিয়া সর্বকালের সব মানুষের জন্য হেদায়েত কোথায় থাকলো,একটা মানুষের ব্যক্তিগত জীবন,ব্যক্তিগত সাংসারিক কলহকে কেন কোরানে নাজিল করা হইছে,আচ্ছা এটা যদি প্রতি নামাজে পড়ি তাইলে এটার কী কোন মানে হয়?আমি প্রতি রাকাতে পড়তেছি “হে নবী,তুমি তোমার স্ত্রীদের বল,যদি তোমরা দুনিয়ার জীবন কামনা করো তবে আসো তোমাদের ভোগ বিলাসের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় বিদেয় করে দেই”। পৃথিবীতে ১৮০ কোটি মুসলমান আছে,তারা প্রায় প্রতি ঘন্টায় কোন না কোন দেশে এই আয়াত গুলো পড়ে,আবার প্রশ্ন জাগে এই আয়াতে তো আল্লাহ নবীরে বলতাছে তো আমরা যারা এখন এই আয়াত পড়ি আমরা কারে কই?নবী তো এখন নাই,নবীর স্ত্রীরিরাও এখন নাই,তারপরেও আজীবন এই ধরণের আয়াত গুলো পড়ে যেতে হবে!কী হাস্যকর লাগে।করিম চাচার মাথাতে এগুলো একদমই ঢুকে না।

তারপর আরেকটা আয়াত আছে নবীর বিবি আয়েসাকে কেন্দ্র করে,আয়েসাকে যখন জেনার অপবাদ দেওয়া হইছিলো তখন আয়েসাকে নির্দোষ প্রমান করার জন্য একটা সূরাই নাজিল করে দেন?

সূরা নূর আয়াত ১১-২০

কিন্তু অপবাদ দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আয়াত আসে নাই,প্রায় এক মাস দেড়ি হইছে,এই এক মাস আয়েসা তার বাবার বাড়িতে ছিলো,অনেক কান্নাকাটি করছে,যখন নবী আয়েসার বাড়িতে গিয়ে আয়েসকে আয়েসাকে ভুল করে থাকলে স্বীকার করার প্রস্তাব দিছিলো তখন আয়েসা দৃঢ় ভাবে তা প্রত্যাক্ষান করে,এবং তখনই এই সূরা নাজিল হয়,আয়েসার অপবাদের হাদিস:-

গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ)

অধ্যায়ঃ ৬৪/ মাগাযী [যুদ্ধ] (كتاب المغازى)

হাদিস নম্বরঃ ৪১৪১

৬৪/৩৫. ইফ্‌ক-এর ঘটনা।

৪১৪১. ‘উরওয়াহ ইবনু যুবায়র, সা‘ঈদ ইবনু মুসায়্যিব, ‘আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্কাস ও ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উতবাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, যখন অপবাদ রটনাকারীগণ তাঁর প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল। রাবী যুহরী (রহ.) বলেন, তারা প্রত্যেকেই হাদীসটির অংশবিশেষ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি স্মরণ রাখা ও সঠিকভাবে বর্ণনা করার ব্যাপারে তাদের কেউ কেউ একে অন্যের চেয়ে অধিকতর অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য। ‘আয়িশাহ (রাঃ) সম্পর্কে তারা আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন আমি তাদের প্রত্যেকের কথাই ঠিকঠাকভাবে স্মরণ রেখেছি। তাদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশ অপরের বর্ণিত হাদীসের সত্যতা প্রমাণ করে। যদিও তাদের একজন অন্যের চেয়ে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী। বর্ণনাকারীগণ বলেন, ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যেতে

ইচ্ছে করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের (নির্বাচনের জন্য) কোরা ব্যবহার করতেন। এতে যার নাম উঠত তাকেই তিনি সঙ্গে নিয়ে সফরে যেতেন।
‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এমনি এক যুদ্ধে তিনি আমাদের মাঝে কোরা ব্যবহার করেন, এতে আমার নাম উঠে আসে। তাই আমিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সফরে গেলাম। এ ঘটনাটি পর্দার হুকুম নাযিলের পর ঘটেছিল। তখন আমাকে হাওদাসহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হত। এমনিভাবে আমরা চলতে থাকলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ যুদ্ধ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন তিনি (গৃহাভিমুখে) প্রত্যাবর্তন করলেন। ফেরার পথে আমরা মদিনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য আদেশ করলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেয়া হলে আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনী পেরিয়ে (সামনে) গেলাম। অতঃপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দ্বারা তৈরি করা আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথায় পড়ে গিয়েছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি খোঁজ করতে লাগলাম। হার খুঁজতে খুঁজতে আমার আসতে দেরী হয়ে যায়। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদা উঠিয়ে তা আমার উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার উপর আমি আরোহণ করতাম। তারা ভেবেছিলেন, আমি ওর মধ্যেই আছি, কারণ খাদ্যাভাবে মহিলারা তখন খুবই হালকা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ গোশতবহুল ছিল না। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেত। তাই তারা যখন হাওদা উঠিয়ে উপরে রাখেন তখন তারা হালকা হাওদাটিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজ জায়গায় ফিরে এসে দেখি তাঁদের (সৈন্যদের) কোন আহবানকারী এবং কোন জওয়াব দাতা সেখানে নেই।
তখন আমি আগে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেয়ে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে ধরলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বানূ সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনু মুআত্তাল (রাঃ) [যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য পশ্চাতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন] সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি সকালে আমার অবস্থানস্থলের কাছে এসে একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনে ফেললেন। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি আমাকে চিনতে পেরে ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাযিউন’ পড়লে আমি তা শুনে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম! আমি কোন কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্না লিল্লাহ........ পাঠ ব্যতীত অন্য কোন কথাই শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলে আমি গিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। পরে তিনি আমাকে সহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চললেন, অতঃপর ঠিক দুপুরে প্রচন্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হলাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করছিলেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার উপর অপবাদ দিয়ে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল সে হচ্ছে ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূল।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

বর্ণনাকারী ‘উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তার (‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার করা হত এবং আলোচনা করা হত আর অমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করত, খুব ভাল করে শুনত আর শোনা কথার ভিত্তিতেই ব্যাপারটিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করত। ‘উরওয়াহ (রাঃ) আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাস্সান ইবনু সাবিত, মিসতাহ ইবনু উসাসা এবং হামনা বিনত জাহাশ (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা কয়েকজন লোকের একটি দল ছিল, এটুকু ব্যতীত তাদের ব্যাপারে আমার আর কিছু জানা নেই। যেমন (আল-কুরআনে) মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন। এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সুলূল বলে ডাকা হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী ‘উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, ‘আয়িশাহ (রাঃ) এ ব্যাপারে হাস্সান ইবনু সাবিত (রাঃ)-কে গালমন্দ করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, হাস্সান ইবনু সাবিত (রাঃ) তো সেই লোক যিনি তার এক কবিতায় বলেছেন,

আমার মান সম্মান এবং আমার বাপ দাদা

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মান সম্মান রক্ষায় নিবেদিত।

‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা মাদ্বীনায় আসলাম। মদিনায় এসে এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকেদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে থাকল। কিন্তু এগুলোর কিছুই আমি জানি না। তবে আমি সন্দেহ করছিলাম এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর আগে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে রকম স্নেহ-ভালবাসা পেতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল “তুমি কেমন আছ” জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে ভীষণ সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার আগে পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। উম্মু মিসতাহ (রাঃ) (মিসতাহর মা) একদা আমার সঙ্গে পায়খানার দিকে বের হন। আর প্রকৃতির ডাকে আমাদের বের হওয়ার অবস্থা এই ছিল যে, এক রাতে বের হলে আমরা আবার পরের রাতে বের হতাম। এটা ছিল আমাদের ঘরের পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করার আগের ঘটনা। আমাদের অবস্থা প্রাচীন আরবের লোকদের অবস্থার মতো ছিল। তাদের মতো আমরাও পায়খানা করার জন্য ঝোপঝাড়ে চলে যেতাম। এমনকি (অভ্যাস না থাকায়) বাড়ির পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমি এবং উম্মু মিসতাহ “যিনি ছিলেন আবূ রুহম ইবনু মুত্তালিব ইবনু ‘আবদে মুনাফির কন্যা, যার মা সাখার ইবনু ‘আমির-এর কন্যা ও আবূ বাকর সিদ্দীকের খালা এবং মিসতাহ ইবনু উসাসা ইবনু আববাদ ইবনু মুত্তালিব যার পুত্র” একত্রে বের হলাম। আমরা আমাদের কাজ থেকে নিস্ক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পথে উম্মু মিসতাহ তার কাপড়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বাদর

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

যুদ্ধে যোগদানকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন? তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা, সে তোমার সম্বন্ধে কী কথা বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি।

‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সে আমার সম্পর্কে কী বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরো বেড়ে গেল। আমি বাড়ি ফেরার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ? ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কী আলোচনা করছে? তিনি বললেন, বেটী এ ব্যাপারটিকে হালকা করে ফেল। আল্লাহর কসম! সতীন আছে এমন স্বামীর সোহাগ লাভে ধন্যা সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়।

‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ। লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, সারারাত আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার চোখের পানিও বন্ধ হল না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম। তিনি আরো বলেন যে, এ সময় ওয়াহী নাযিল হতে দেরি হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ ও আলোচনা করার নিমিত্তে ‘আলী ইবনু আবূ তালিব এবং উসামাহ ইবনু যায়দ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন।

তিনি [‘আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, উসামাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি [নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর] ভালবাসার কারণে বললেন, তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আর ‘আলী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি ব্যতীত আরো বহু মহিলা আছে। অবশ্য আপনি এ ব্যাপারে দাসী [বারীরাহ (রাঃ)]-কে জিজ্ঞেস করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরাহ (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, হে বারীরাহ! তুমি তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহপূর্ণ আচরণ দেখেছ কি? বারীরাহ (রাঃ) তাঁকে বললেন, সে আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার দ্বারা তাঁকে দোষী বলা যায়। তবে তাঁর সম্পর্কে কেবল এটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা কিশোরী, রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আর বাকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে।

তিনি [‘আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে মিম্বরে বসে ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহবান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! যে আমার স্ত্রীর

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ব্যাপারে অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আর তাঁরা এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল) নাম উল্লেখ করছে যার ব্যাপারেও আমি ভাল ব্যতীত কিছু জানি না। সে তো আমার সঙ্গেই আমার ঘরে যায়। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, বানী 'আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ (ইবনু মুআয) (রাঃ) উঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেব। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তাহলে তার শিরচ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই করব। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এ সময় হাস্সান ইবনু সাবিত (রাঃ)-এর মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'ঈদ ইবনু উবাদা (রাঃ) দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেনঃ এ ঘটনার আগে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। গোত্রীয় অহঙ্কারে উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইবনু মুআয (রাঃ)-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। সে তোমার গোত্রের লোক হলে তুমি তার নিহত হওয়া কখনো পছন্দ করতে না। তখন সা'দ ইবনু মুআয (রাঃ)-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনু হুযাইর (রাঃ) সা'দ ইবনু 'উবাইদাহ (রাঃ)-কে বললেন, বরং তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলছ।

তিনি ['আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে যায়। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প করে বসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের শান্ত করলেন এবং নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। চোখের ধারা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও হয়নি। তিনি বলেন, আমি কান্না করছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। এমনি করে একদিন দুই রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমার একটুও ঘুম হয়নি। বরং অনবরত আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন, কান্নার কারণে আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার আববা-আম্মা আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করল। তিনি বলেন, আমরা কান্না করছিলাম এই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার পার্শ্বে এসে এভাবে তিনি আর বসেননি। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাস অপেক্ষা করার পরও আমার ব্যাপারে তাঁর নিকট কোন ওয়াহী আসেনি। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, বসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন, 'আয়িশাহ তোমার ব্যাপারে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে পবিত্র হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহ করে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা কবূল করেন।

তিনি ['আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা শেষ করলে আমার অশ্রুধারা বন্ধ হয়ে যায়। এক ফোঁটা অশ্রুও আমি আর টের করতে পারলাম না। তখন আমি আমার আববাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলছেন আমার হয়ে তার জবাব দিন। আমার আববা বললেন, আল্লাহর কসম!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কী জবাব দিব তা জানি না। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলছেন, আপনি তার উত্তর দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কী উত্তর দিব তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশী পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম! আমি ও আপনারা যে বিপাকে পড়েছি এর জন্য ইউসুফ (আঃ)-এর পিতার কথা ব্যতীত আমি কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেনঃ “কাজেই পূর্ণ ধৈর্য্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ এ ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।” অতঃপর আমি মুখ ঘুরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা‘আলা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন তবে আল্লাহর কসম, আমি কক্ষণো ভাবিনি যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াহী অবতীর্ণ করবেন যা পাঠ করা হবে। আমার সম্পর্কে আল্লাহ কোন কথা বলবেন আমি নিজেকে এতটা উত্তম মনে করিনি বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অনেক অধম বলে ভাবতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নযোগে দেখানো হবে যার ফলে আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো তাঁর বসার জায়গা ছেড়ে যাননি এবং ঘরের লোকজনও কেউ ঘর হতে বেরিয়ে যাননি। এমন সময় তাঁর উপর ওয়াহী অবতরণ শুরু হল। ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ ধরনের কষ্ট হত তখনও সে অবস্থা হল। এমনকি ভীষণ শীতের দিনেও তাঁর শরীর হতে মোতির দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ল ঐ বাণীর গুরুভারে, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি হাসিমুখে পহেলা যে কথা উচ্চারণ করলেন সেটা হল, হে ‘আয়িশাহ! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

তিনি [‘আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, এ কথা শুনে আমার মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর দিকে উঠে যাব না। মহান আল্লাহ ব্যতীত কারো প্রশংসা করব না। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ (আমার পবিত্রতার ব্যাপারে) যে দশটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, তা হ’ল, “যারা এ অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এ ঘটনাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এ কথা শোনার পর মু’মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাচারী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং একে তোমরা তুচ্ছ ব্যাপারে বলে ভাবছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল খুবই গুরুতর ব্যাপার। এবং এ কথা শোনামাত্র তোমরা কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের জন্য উচিত নয়। আল্লাহ পবিত্র মহান! এ তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মু’মিন হয়ে থাক তাহলে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

করবে না; আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেত না। আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু- (সূরাহ আন-নূর ২৪/১১-২০)। আমার পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন। আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) মিসতাহ ইবনু উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু 'আয়িশাহ (রাঃ) সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য করব না। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন-তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। শোন! তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু- (সূরাহ আন-নূর ২৪/২২)। আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ (রাঃ)-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনঃ দিতে শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে এ অর্থ দেয়া আর কখনো বন্ধ করব না। 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, আমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাব বিনত জাহাশ (রাঃ)-কেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি যায়নাব (রাঃ)-কে বলেছিলেন, তুমি 'আয়িশাহ (রাঃ) সম্পর্কে কী জান অথবা বলেছিলেন তুমি কী দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার চোখ ও কানকে হিফাযত করেছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আল্লাহ তাঁর তাকওয়ার কারণে তাঁকে রক্ষা করেছেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অথচ তাঁর বোন হামনা (রাঃ) তাঁর পক্ষ নিয়ে অপবাদ রটনাকারীদের মতো অপবাদ ছড়াচ্ছিল। ফলে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্তদের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেলেন।

বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, ঐ সমস্ত লোকের ঘটনা আমার কাছে যা পৌঁছেছে তা হলো এইঃ 'উরওয়াহ (রহ.) বলেন, 'আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দেয়া হয়েছিল, তিনি এসব কথা শুনে বলতেন, আল্লাহ মহান, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি কোন রমণীর বস্ত্র অনাবৃত করে কোনদিন দেখিনি। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, পরে তিনি আল্লাহর পথে শহীদ হন। [২৫৯৩] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৮২৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩৮৩২)
হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

এখন প্রশ্ন হলো আয়েসা যে নির্দোষ সেটা প্রমাণ করতে আল্লাহর এতো দেড়ি হলো কেন? আল্লাহ তো এই অপবাদের পরে সাথে সাথেই নবীকে সত্য ঘটনা জানিয়ে দিতে পারতেন,তার জন্য কেন উনি এক মাস সময় নিলেন?অনেকেই বলেন আল্লাহ আসল মুনাফিকদের চিহ্নিত করার জন্যই এই এক মাস সময় নিছেন,আল্লাহ দেখাতে চেয়েছেন যে ইসলামের লেবাস ধরে ইসলামের ভেতরেই আছে ইসলামের শত্রুরা,তারা নবী পরিবারের উপর আক্রমণের অপেক্ষায় থাকে,কিন্ত কথাটা তো খুব এক যুক্তিযুক্ত না,কারণ যারা প্রথম কয়েকদিনই অপবাদ রটিয়েছিলো তারাই পরেও

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

রটাচ্ছিলো নতুন কেউ তো আর যোগ হলো না,তাহলে আল্লাহর উদ্দ্যশ্য তো প্রথম কয়েক দিনেই সাধন হয়ে গেছিলো,তারপরেও কেন আল্লাহ এতো দেড়ি করলেন?আসল সত্যটা কি এমন হতে পারে না যে আল্লাহ কিছুই নাজিল করেন নাই,বরং এই এক মাস নবী আয়েসার সম্পর্কে অনেক তদন্ত করছে,খুঁজ খবর নিছে,তারপরেও যখন নবী মনে শান্তি পাচ্ছিলো না তখন আয়েসাকে সত্য স্বীকার করতে বলছে,কিন্তু আয়েসা যখন তার অবস্থানে দৃঢ় ছিলো তখনই নবী কিছুটা আশ্বস্ত হোন এবং সাথে সাথেই আয়াত চলে আসে।এবং এটাই যুক্তিসংগত বেশি মনে হয়,কারণ সবজান্তা আল্লাহ তো আর এতো দেড়ি করতে পারেন না,এবং তাই ঘটেছিলো।উপরের হাদিসও সেটা প্রমাণ করে।এমন আরো অনেক কিছুই করিম চাচার মনে আসে,কিন্তু চাচা এই বিষয় গুলো নিয়ে কারো সাথে কথা বলতে পারেন না চাচার খুব ইচ্ছা হয় কারো সাথে এসব বিষয়ে আলাপ করুক,কিন্তু সহপাঠি যারা আছে তারা তো এসব বিষয় কিছুই জানে না,ছোট থেকেই মুখস্ত বিদ্যা দিয়ে জীবন পার করে দিছে,কখনো কোরান অর্থ সহকারে পড়েও দেখেনি,হুজুরের ওয়াজ শূনেই সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ পড়ে,কোনদিন হুজুরের কথাটা যাচাই করে দেখেনি,নামাজে যে সূরা গুলো পড়ে কোনদিন সে গুলোর অর্থও পড়ে দেখেনি,অথচ নামাজ পড়তে পড়তে কপালে কালো দাগ ফেলে দিছে। চাচা এইসব বিষয় গুলো রোজ পড়ে আর নিত্য নতুন প্রশ্ন জাগে আর ইসলাম থেকে দূরে যেতে থাকে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

করিম চাচার ছোট ছেলে আরিফের ভার্সিটি বন্ধ হয়ে গেলো করোনার কারণে,সবাই গ্রামে চলে যাচ্ছে আরিফও আসবে।আরিফের রোমমেট সাজিদ,আরিফের প্রিয় বন্ধু,
যে কীনা প্রায় বছর খানেক আগেও নাস্তিক ছিলো,হঠাৎই তার ভেতর একটা পরিবর্তন চলে আসলো,সে এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি,দাড়ি টাড়ি রেখে তাকে এখন পাক্কা মৌলবির মত লাগে,ভার্সিটিতে তাকে সবাই সাজিদ হুজুর বলেই ডাকে,তাতে সাজিদ খুশি ছাড়া রাগ করে না,সে অনলাইনে ইসলামের নানা প্রশ্ন নিয়ে লেখালেখি করে,ইসলাম বিদ্বেষীদের জবাব দিয়ে ইউটিউবে ভিডিও দেয়,নাস্তিকদের সাথে ডিবেট করে,ফেইসবুকে তার অনেক ফলোয়ার। আরিফ সাজিদকে বল্লো- কীরে ভার্সিটি তো বন্ধ কী করবি এখন?
সাজিদ:কিছুইনা মেসে উঠবো,এই সময়টা বেশকিছু বই পড়ে কাটিয়ে দিবো,দারুণ কিছু ইসলামিক বই হাতে পেয়েছি,ভাবছি এই করোনাকালে বই গুলো শেষ করে ফেলি।
আরিফ:আরে বেটা বই তো সব সময় পড়িস,চল গ্রামের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি,এখানে মেসে থাকতে থাকতে বোর হয়ে যাবি,তারচেয়ে আমার গ্রাম থেকে ঘুরে আসবি চল,গ্রামের আবহাওয়াটাই জোশ,দেখবি সবকিছু ভালো করে দিবে।
সাজিদ:না রে,গ্রামে গেলে বই পড়া হবে না,এরচেয়ে ভালো এখানে থেকে সারাদিন রুমে বসে বসে বই গুলো শেষ করে ফেলি।
আরিফ:আরে তুই গ্রামেও বই পাবি,তোকে বলছিলাম না বাবার কথা,বাবার কিন্তু ছোটখাটো একটা লাইব্রেরি আছে,বাবা বাবার ছাত্র জীবন থেকেই বই পড়েন,বাংলার প্রায় সব লেখকের বই বাবার পড়া,এবং তাদের বইও বাবার সংগ্রহে আছে,তাছাড়া বাবা আজকাল ইসলামিক বই পড়ছে,আমাকে দিয়ে ঢাকা থেকে অনেক ইসলামিক বই নিয়েছে।
সাজিদ:ওমমম..মন্দ হয় না তাহলে,বই যদি থাকে আর ইসলামিক বই হলে তো কথাই নাই,গ্রামের পরিবেশে বই পড়া মন্দ হবে না।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আরিফ:আমাদের বাধানো পুকুর ঘাট আছে,সেখানে বসে বসে বই পড়লে তোর দারুণ লাগবে,তাহলে তুই রেডি হয়ে নে।
সাজিদ:ইনশা-আল্লাহ!
বাড়িতে গিয়েই আরিফ তার মায়ের কাছে যা শুনলো তাতে সে পুরো অবাক হলো,
তার মা তাকে আড়ালে নিয়ে বল্লো,তোর বাপের আমল নষ্ট হইয়া গেছে,বাড়ির কাছে মসজিদ, হে মসজিদে যায় না,ঘরেও নামাজ পড়ে না,নামাজ কালাম পড়ে না কিন্তু সারাদিন কোরান হাদিস পড়ে,নামাজ না পইড়া কোরান হাদিস পড়লে কোন লাভ আছেনাকি,পোলারা এতো টাকা দিয়া হজ্জ করাইলো,এখন বলে কী হজ্জ করাটা নাকি তার বোকামি হইছে,হজ্জের টাকা গুলো গরিব মাইনসেরে দিলে নাকি ভালো হইতো বেশি,নামাজের সময় হলে বসে বসে টিভি দেখে,না হয় বই পড়ে।মাইনসে অনেক আজে বাজে কথা কয়,কয় মসজিদের সভাপতি হইয়া যদি মসজিদে না যায় তবে এইডা কেমন কথা,দোকান পাটে মানুষ এসব নিয়া সমালোচনা করে,আমার এসব ভাল্লাগে না।
আরিফ এসব শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লো,তার বাবা এমন হবে সে কোনদিন ভাবতেও পারেনি।যে মানুষ কোনদিন নফল নামাজও ছাড়েনি সে মানুষ নাকি এখন নামাজ পড়ে না হজ্জে যাওয়ার জন্য যে মানুষের এতো আকুতি ছিলো সে মানুষ নাকি এখন বলে হজ্জ করাটা বোকামি হইছে,যে মানুষ তাকে নামাজ শিখাছে,গান বাদ্য থেকে দূরে রাখছে সে মানুষই এখন নামাজ পরে না!
আরিফ মনে মনে খুব কষ্ট পেলো,আর আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলো তার বাবার মনটা যেন আল্লাহ পরিবর্তন করে দেয়।
রাতে খাওয়া দাওয়া করার পর আরিফ শুকনো মুখে বিছানায় শুয়ে ছিলো,সাজিদ বল্লো কীরে তোর বাড়িতে আনলি সময় ভালো কাটবে বলে,এখন দেখি তুই নিজেই মুখ ভোঁতা করে বসে আছিস,সমস্যা কী।সাজিদ আরিফের বেস্ট ফ্রেন্ড,আরিফ সাজিদকে সব বল্লো তার বাবার বিষয়ে।সব শুনে সাজিদ বলে আরে এটা কোন বিষয় না,আঙ্কেলের সাথে আমাকে কথা বলিয়ে দিস,দেখবি সব ঠিক করে দিবো,তুই জানিস না আমি কতজনকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনলাম?এসব কোন ব্যাপার না আমার জন্য।চল এখনি আমাকে আঙ্কেলের কাছে নিয়ে চল।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সাজিদ:আচ্ছা চাচা সব কিছুই যদি তাকদিরে লেখা থাকে তাহলে তো আমাদের অসুস্থ কাউকে হাসপাতালে নেওয়া উচিত না,কেউ বিপদগ্রস্থ হলে এগিয়ে যাওয়া উচিত না আমার খাবারের জন্য পরিশ্রম করাও উচিত না,কারণ সব কিছুই তো তাকদিরে আছে,আমাদের তাহলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেই তো হয়,তাই ভালো না?
করমি চাচা মুচকি হেসে বল্লেন,দেখো তুমি যা কিছুই করো সব কুিছুই তাকদির,ধরো তুমি অসুস্থ হয়ে বসে আছো চিগিৎসা নিচ্ছো না তুমি যে চিগিৎসা নিবা না এটাও তোমার তাকদিরে ছিলো,আবার তুমি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলা যে না তুমি চিগিৎসা নিবা এটাও তোমার তাকদিরে ছিলো,তোমার বসে থাকা,মত বদলানো চিগিৎসা নিতে যাওয়া সবকিছুই তোমার তাকদির মাফিক হয়েছে,আসলে তাকদিরই আমাদের ঘুরাচ্ছে,আমরা হাতের পুতুল ছাড়া কিছুই না,একটা হাদিস আছে,

গ্রন্থঃ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)
অধ্যায়ঃ পর্ব-১ঃ ঈমান (বিশ্বাস) (كتاب الإيمان)
হাদিস নম্বরঃ ৮০

৩. প্রথম অনুচ্ছেদ - তাকদীরের প্রতি ঈমান

৮০-[২] ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহর ক্বদর (কদর) (তাক্বদীর) অনুযায়ী রয়েছে, এমনকি নির্বুদ্ধিতা ও বিচক্ষণতাও। (মুসলিম)[1]

[1] সহীহ : মুসলিম ২৬৫৫, আহমাদ ৫৮৯৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৪৯

সাজিদও মুচকি হাসলো,কারণ এসব তার শুনা কথা,যারা নামাজ রোজা রাখে না,তারা সবাই তাকদিরকে দোষারোপ করে বেঁচে যেতে চায়।সাজিদ বল্লো কিন্তু চাচা বিষয়টা তো এমন না যে তাকদিরে আল্লাহ

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সব লিখে রাখছে বলেই সব হচ্ছে বরং বিষয়টা হচ্ছে আপনি যা যা করবেন সবই আল্লাহ আগে থেকেই জানেন সে অনুযায় সব লিখে রাখছে,আল্লাহর কাছে অতীত আর ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই,সবই বর্তমান আল্লাহ হলেন সকল বিষয়ে জ্ঞাত,যেমন আল্লাহ কোরানে বলেন,

৩৩:৪০
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنۡ رِّجَالِكُمۡ وَ لٰكِنۡ رَّسُوۡلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِيۡمًا ﴿۴۰﴾
"মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।* আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"

আপনি যা যা করবেন তা তা আল্লাহ আগেই জানতো তাই লিখে রেখেছেন।
এমন না যে আল্লাহ লিখে রেখেছে বলেই আমরা সব করছি,এবং অনেকেই এটা না বুঝে তাকদির বা আল্লাহকে দোষারোপ করে,ওরা বলে আল্লাহর ইশারাতেই তো সব কিছু হয়,সেখানে আমার আর দোষ কী?তাদেরকে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝায়,যেমন:
ক্লাশের কোন শিক্ষকতার ছাত্রদের সম্পর্কে ধারণা রাখে কে কে পাশ করবে বা কে কে ফেইল করবে,এখন সেই স্যার যদি পরিক্ষার আগে লিখে রাখে যে ক খ গ ঘ ওরা পাশ করবে আর ঙ চ ছ ঝ ওরা ফেল করবে,তাহলে যারা ফেল করবে তারা কি শিক্ষক লিখে রাখার জন্যই ফেল করবে নাকি তারা পড়াশুনা করে না বিধায় যে তারা ফেল করবে সেটা শিক্ষক জানতো,অনুমান করতে পারতো তাই লিখে রেখেছে,কোন ছাত্র এখানে তার শিক্ষককে দোষারোপ করতে পারে না এই বলে আপনি লিখে রেখেছেন বলেই আমরা ফেল করেছি আর ওরা পাশ করেছে,সব দোষ আপনার, আপনি কেন আমাদের জন্য পাশ লিখে রাখেননি?এখন আপনি প্রশ্ন করবেন তাহলে পরিক্ষা নেওয়ার কী দরকার ছিলো যারা যারা পাশ করবে তাদের ধরে ধরে নাম্বার দিয়ে দিলেই তো হতো,আর যারা যারা ফেল তাদের জরিমানা।কিন্তু তখন কিন্তু চাচা যারা ফেল করছে ওরা বলতো আমরাও ভালো ছাত্র ছিলাম,ক্লাশ করি নাই তো কী হইছে আমরা বাড়িতে পড়েছি,আমরাও পাশ করতাম পরিক্ষা হলে।এই কথা যেন কেউ না বলতে পারে এ জন্যই চাচা পরিক্ষার ব্যবস্থা।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

করিম চাচা:এটা তো জাকির নায়েকের উদাহরণ,প্রথম এই উদাহরণটা জাকির নায়েকের মুখেই শুনি, এরপরে এই উদাহরণ এখন সবাই দেয়।জাকির নায়েকের আগে কেউ এই উদাহরণ দিছিলো কী না আমি জানি না।

সাজিদ:উদাহরণ যার ই হোক সেটা যৌক্তিক হলেই হয়।

করিম চাচা:উদাহরণটা দুনিয়ার ক্ষেত্রে খুব যৌক্তিক কিন্তু আল্লাহর সাথে এই উদাহরণটা যায় না।

সাজিদ:কেন কেন যায় না কেন?

করিম চাচা: দেখো বাবা দুনিয়ার পরিক্ষা গুলোতে তুমি কোন পক্ষপাতিত্ব দেখবা না,মানে কাউকে বেশি সময় আর কাউকে কম সময় এমন কোন কিছু দুনিয়াতে নাই,কিন্তু আল্লাহর পরিক্ষাতে আছে,যেমন কেউ বেশিদিন বাঁচে আর কেউ কম দিন বাঁচে,এখন যে কমদিন বাঁচলো তারপর সে মারা গেলো এবং জাহান্নামে গেলো খারাপ কাজ করার জন্য,আরেক লোক বেশি দিন বেঁচেছিলো এবং সে প্রথম প্রথম খারাপ কাজ করলেও পরে সে ভালো হয়ে যায়,এবং ভালো আমল করা শুরু করে ফলে সে জান্নাতি হয়ে যায়।এখন যে লোক কম দিন বাঁচলো সে যদি আল্লাহরে বলে তুমি আমারে কম সুযোগ দিছো,আর কিছুদিন বাঁচলে আমিও ভালা হইয়া যাইতাম তখন?আল্লাহ কি এখানে একজনকে বেশি সুযোগ আর একজনরে কম সুযোগ দিয়া পক্ষপাতিত্ব করলো না?

সাজিদ:,কিন্তু চাচা আল্লাহ জানেন তাকে বেশি সুযোগ দিলেও লাভ হবে না সে ভালো হবে না,তাই তাকে কম সুযোগ দিছে,বরং বেঁচে থাকলে সে মানুষের বেশি ক্ষতি করতো?

করিম চাচা:হাহাহা,উপরের তোমার উদাহরণ তুমিই ভুলে গেলে? তুমি না বল্লে শিক্ষক যদি আগে থেকে জেনেই রেজাল্ট দিয়ে দেয় তাহলে সেটা ন্যায় হবে না,আর এখন বলতেছো আল্লাহ আগে থেকে জানেন বিধায় তাকে কম হায়াত দিছেন।

সাজিদ:কিন্তু ওটা তো আপনাকে বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে।

করিম চাচা:আমিও সেটাই বলছি এই উদাহরণটা শুধু দুনিয়ার ক্ষেত্রে যায় কিন্তু আল্লাহর সাথে এটা যায় না।কারণ আল্লাহর পরিক্ষা নেওয়ার সিস্টেম আর দুনিয়ার পরিক্ষা নেওয়ার সিস্টেম এক না।যদি পক্ষপাতহীন পরিক্ষা নিতে হয় হবে সবাইকে সমান সুযোগ দিতে হবে কাউকে কম বেশি দেওয়া যাবে না,যদি দেওয়া হয় তবে সেটা সঠিক পরিক্ষা হলো না।আর তুমি যে বলছো তাকদির পূর্ব নির্ধারিত না বরং

সত্যের সন্ধানে

shottershondhane.com

আমরা যা করবো তাই আল্লাহ আগে থেকে জানতেন এ ব্যাপারে কি তোমার কাছে প্রমাণ আছে,মানে কোরান বা হাদিস?
সাজিদ:চাচা উপরের আয়াতটা দিয়েই তো বুঝা যায় যে তিনি সব বিষয় জানেন,যেহেতু তিনি সব বিষয় জানেন সেহেতু বান্দা কী করবে বা না করবে সেটাও তিনি জানেন,এটা তো কমন সেন্স।
করিম চাচা:তার মানে তুমি কি বলতে চাচ্ছো তাকদির পূর্ব নির্ধারিত না বরং বান্দা যা করবে তাই আল্লাহ আগে থেকে জেনে গেছেন এবং সেটাই লিখে রাখছেন,আর তুমি বলতে চাচ্ছো ঐ আয়াত দিয়ে এটা প্রমাণ হয় যে বান্দা কী করবে সেটা জেনেই লিখে রাখছেন,লিখে রেখেছে বলে আমরা করছি না?
সাজিদ:একদম ঠিক চাচা।
করিম চাচা:কিন্তু আমি যদি বলি তাকদির পূর্ব নির্ধারিত বলেই আল্লাহ সর্বজ্ঞ।
সাজিদ: বুঝলাম না চাচা।
করমি চাচা: ধরো তিনি মানুষ তৈরি করার আগে লিখে রেখেছেন যে ওমুক এটা ওটা করবে,এটা ওটা করবে না এবং সে অনুযায়ী মানুষ তৈরি করলো।এখন যেহেতু উনি উনার ম্যানুয়াল অনুযায়ী মানুষ তৈরি করেছেন এবং মানুষ সে ম্যানুয়ালের বাহিরে কিছুই করতে পারে না সেহেতু মানুষ কখন কী করবে বা করবে না সব কিছুই উনি জানেন,কারণ উনার কাছে তো মানুষের ম্যানুয়াল আছে।এমন হলে কি উনি সর্বজ্ঞ হন না?
একটা উদাহরণ দিচ্ছি,যদিও এটা তোমার পরিক্ষার উদাহরণের মত না।যেমন ধরো তুমি একটা রোবট বানালে এবং রোবটটা কী কী করবে বা করতে পারে তার ম্যানুয়াল তোমার কাছে আছে,আবার তুমি যেহেতু রোবটটা বানালে সেহেতু তুমি সেই রোবট সম্পর্কে সবই জানো রোবট কখন কী আচরণ করবে,কখন তার চার্জ ফুরাবে,কোন ফাংশনে কী কী কাজ হবে,কোন সুইচ টিপলে কী করবে?জানবে না?
সাজিদ:জি,জানবো তো।
করিম চাচা:আচ্ছা এখন রোবট যা কিছু করবে সেটা তুমি জানো কিভাবে?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সাজিদ:কারণ আমি রোবট বানিয়েছি এবং আমি তার ভেতরে কিছু প্রোগ্রাম দিয়ে দিয়েছি,সতুরাং রোবটটি তার প্রোগ্রামের বাহিরে কিছু করতে পারবে না,এবং যেহেতু আমি জানি আমি তার ভেতরে কী কী প্রোগ্রাম দিয়েছি,সেহেতু আমি তার সম্পর্কে সবই জানি।
করিম চাচা:মানুষ কি আল্লাহ তৈরি করেননি?
সাজিদ:জি অবশ্যয়।
করিম চাচা: তাহলে আল্লাহর কাছে কি একটা ম্যানুয়াল থাকতে পারে না,মানুষ তৈরি করার আগেই যেটা উনি বানিয়ে রেখেছেন,মানে মানুষ কী কী কাজ করবে কিভাবে কাজ করবে সে সব কিছুরই একটা তালিকা কি থাকতে পারে না,এবং সে তালিকা গুলো বা বলতে পারো উদ্দেশ্য গুলো উনি আগেই ঠিক করে রেখেছেন,এবং মানুষ সে অনুযায় কাজ করবে।যেহেতু রোবটের মত তুমি জানো রোবট কোন কিছু করার আগেই সে কী কী করতে পারবে বা পারবে না সেভাবে তো আল্লাহও জানেন।সতুরাং দেখা যাচ্ছে আল্লাহ তাকদিরে সব কিছু লিখে রাখছেন এবং আমরা তার বাহিরে কোন কিছু করতে পারি না সেহেতু তিনি আমাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ।
সাজিদ আর কিছু বলছে না,চুপ করে আছে।সাজিদ কে চুপ থাকতে দেখে করিম চাচা বল্লেন আমার কথা সত্য তার প্রমাণ চাও?
সাজিদ: কীসের প্রমাণ চাচা?
করিম চাচা:এই যে মানুষের তাকদির পূবনির্ধারিত?
সাজিদ: জি অবশ্যয়।
করিম চাচা: এই আয়াত গুলো দেখো।

৯:৫১
৫১﴿ قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰنَا ۚ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾
বল, ‘আমাদেরকে শুধু তা-ই আক্রান্ত করবে যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন। তিনিই আমাদের অভিভাবক, আর আল্লাহর উপরই যেন মুমিনরা তাওয়াক্কুল করে’।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

১০:৯৬
﴿اِنَّ الَّذِیۡنَ حَقَّتۡ عَلَیۡهِمۡ کَلِمَتُ رَبِّکَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۹۶
নিশ্চয় যাদের উপর তোমার রবের বাণী সত্য হয়েছে, তারা ঈমান আনবে না;
১৭:১৩
﴿وَ کُلَّ اِنۡسَانٍ اَلۡزَمۡنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِیۡ عُنُقِهٖ ؕ وَ نُخۡرِجُ لَهٗ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ کِتٰبًا یَّلۡقٰىهُ مَنۡشُوۡرًا ﴿۱۳
আর আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার ঘাড়ে সংযুক্ত করে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য আমি বের করব একটি কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত
৩২:১৩
﴿وَ لَوۡ شِئۡنَا لَاٰتَیۡنَا کُلَّ نَفۡسٍ هُدٰىهَا وَ لٰکِنۡ حَقَّ الۡقَوۡلُ مِنِّیۡ لَاَمۡلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الۡجِنَّۃِ وَ النَّاسِ
اَجۡمَعِیۡنَ ﴿۱۳
আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হিদায়াত দান করতাম। কিন্তু আমার কথাই সত্যে পরিণত হবে যে, 'নিশ্চয় আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব'।

৩৬:৭
﴿لَقَدۡ حَقَّ الۡقَوۡلُ عَلٰۤی اَکۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۷
অবশ্যই তাদের অধিকাংশের উপর (আল্লাহর) বাণী অবধারিত হয়েছে, ফলে তারা ঈমান আনবে না।

৫৪:৪৯
﴿اِنَّا کُلَّ شَیۡءٍ خَلَقۡنٰهُ بِقَدَرٍ ﴿۴۹
নিশ্চয় আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী।
৫৭:২২
﴿مَاۤ اَصَابَ مِنۡ مُّصِیۡبَۃٍ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فِیۡۤ اَنۡفُسِکُمۡ اِلَّا فِیۡ کِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّبۡرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِکَ
عَلَی اللّٰهِ یَسِیۡرٌ ﴿ۚ۲۲
যমীনে এবং তোমাদের নিজদের মধ্যে এমন কোন মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।
২১:১০১
﴿اِنَّ الَّذِیۡنَ سَبَقَتۡ لَهُمۡ مِّنَّا الۡحُسۡنٰۤی ۙ اُولٰٓئِکَ عَنۡهَا مُبۡعَدُوۡنَ ﴿ۙ۱۰۱

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আমার পক্ষ থেকে যাদের জন্য পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে।

উপরের আয়াত গুলো ছাড়াও আরো আয়াত আছে যেখানে আল্লাহ বলছেন তাকদির পূর্ব নির্ধারিত।তাছাড়া ২২:১০১ নাম্বার আয়াত তো একদম স্পষ্ট,বুঝায় যাচ্ছে কারো কারো জন্য পূর্ব থেকেই কল্যান নির্ধারিত করা আছে।
এখন কয়েকটা সুস্পষ্ট হাদিস দেই,কারণ আমরা জানি কোরানের ব্যাখ্যা হাদিস করে,
এটা একেবারে স্পষ্ট হাদিস যে সব কিছুই পূর্ব নির্ধারি।
গ্রন্থঃ সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)
অধ্যায়ঃ ৪৭। তাকদীর (كتاب القدر)
হাদিস নম্বরঃ ৬৬২৮

১. মায়ের উদরে মানুষের সৃষ্টি রহস্য, তার ভাগ্যের রিয্‌ক, মৃত্যুস্থান, আমাল, হতভাগ্য ও সৌভাগ্য লিপিবদ্ধকরণ

৬৬২৮-(৮/২৬৪৮) আহমাদ ইবনু ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ..... জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুরাকাহ্ ইবনু মালিক ইবনু জুশুম (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন, অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের সামনে আমাদের দীন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন, যেন আমরা এই মাত্র সৃষ্ট হয়েছি। আজকের ‘আমাল কি ঐ বিষয়ের উপর যার সম্পর্কে কলম লিখে শুকিয়ে গেছে এবং তাকদীর তার উপর চলছে? নাকি আমরা ভবিষ্যতে তার সামনাসামনি হব? তিনি বললেন, না; বরং কলম যা কিছু লিখার লিখে শুকিয়ে গেছে ও সে অনুযায়ী তাকদীর জারী হয়ে গেছে। সুরাকাহ বললেন, তাহলে কিসের জন্য ‘আমাল করার প্রয়োজন?

যুহায়র বলেন, অতঃপর আবূ যুবায়র কিছু কথা বললেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। অতঃপর আমি (লোকেদের) প্রশ্ন করলাম, তিনি কি বললেন। জবাবে বললেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আমাল করতে থাকো; প্রত্যেকের জন্য সে পথ সহজ করা হয়েছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৪৯৪, ইসলামিক সেন্টার ৬৫৪৬)

হাদিসের মান সহিহ

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

গ্রন্থঃ সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)
অধ্যায়ঃ ৪৮/ তাকদীর (كتاب القدر)
হাদিস নম্বরঃ ৬৪৯৮

১. মাতৃ উদরে মানুষ সৃষ্টির অবস্থা (ক্রমধারা), তার রিযক, তার মৃত্যু, তার আমল এবং তার দুর্ভাগ্য ও তার সৌভাগ্য লিপিবদ্ধকরণ

৬৪৯৮। ইসহাক ইবনু ইবরাহীম হানযালী (রহঃ) ... আবূল আসওয়াদ দুআলী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) আমাকে বললেন, আজকাল লোকেরা যে সব আমল করে এবং যে কষ্ট করে, সে সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? তা কি এমন কিছু যা তাদের উপর নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপি দ্বারা তাদের উপর পূর্ব নির্ধারিত? নাকি ভবিষ্যতে তারা করবে যা তাদের কাছে তাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন এবং যাদের উপর দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তখন আমি বললাম, বরং ব্যাপারটি তো তাদের উপর অতীতে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। রাবী বলেন, তখন তিনি বললেন, তাহলে তা কি যুলুম হবে না। তিনি বললেন, এতে আমি খুবই ঘাবড়ে গেলাম এবং বললাম, প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর ক্ষমতাধীন। সুতরাং তিনি যা করেন, সে বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না বরং তাদেরই জবাব দিহি করতে হবে।

এরপর তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। আমি তোমাকে প্রশ্ন করে তোমার জ্ঞানের (ইলমের যথার্থতা) উপলব্ধি অনুমান করতে চেয়েছিলাম। মুযায়না গোত্রের দুজন লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! লোকেরা বর্তমানে যে সব আমল করে এবং কষ্ট করে, সেগুলি কি তাদের জন্য ফয়সালা হয়ে গিয়েছে, আগেই তাকদীর দ্বারা নির্ধারিত, নাকি ভবিষ্যতে তারা সে সব আমল করবে, যা তাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে নিয়ে এসেছে এবং তাদের উপর দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখন তিনি বললেনঃ না বরং বিষয়টি তাদের জন্য ফয়সালা করা হয়েছে এবং পূর্ব থেকেই তাদের জন্য তা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে? আল্লাহর কিতাবে তার প্রমাণঃ "আর কসম মানুষের এবং তার, তিনি তাকে সুঠাম করেছেন, এরপর তাকে তিনি পাপ-পূণ্যের জ্ঞান দান করেছেন।"

হাদিসের মানঃ সহিহ
গ্রন্থঃ সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)
অধ্যায়ঃ ৪৮/ তাকদীর (كتاب القدر)

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

হাদিস নম্বরঃ ৬৫৩২

৮. কাজকর্মে শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা পরিহারের নির্দেশ এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ও তাকদীরকে আল্লাহর উপর ভরসা করা

৬৫৩২। আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা ও ইবনু নুমায়র (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শক্তিশালী মুমিন দুর্বলের তুলনায় আল্লাহর কাছে উত্তম ও অধিক প্রিয়। প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, যাতে তোমার উপরকার হবে তার প্রতি তুমি লালায়িত হয়ো এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অক্ষম হয়ে থেকো না। যদি কোন কিছু (বিপদ) তোমার উপর আপতিত হয় তবে এরূপ বলবে না যে, যদি আমি এরূপ করতাম তবে এরূপ এরূপ হত। বরং এই বল যে, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা, তোমার لَوْ (যদি) শব্দটি শয়তানের আমলের দুয়ার খুলে দেয়।

হাদিসের মানঃ সহিহ
গ্রন্থঃ সূনান আবু দাউদ (ইফাঃ)
অধ্যায়ঃ ৩৫/ সুন্নাহ (كتاب السنة)
হাদিস নম্বরঃ ৪৫৩৭

৬. সুন্নাতের অনুসরণ করা জরুরী।

৪৫৩৭. আবদুল্লাহ ইবন জাররাহ (রহঃ) ..... খালিদ হাযযা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি হাসান বসরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিঃ হে আবূ সাঈদ! আমাকে বলুন, আদম (আঃ)-কে কি আসমানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, না যমীনের জন্য? তিনি বলেনঃ তাকে যমীনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমি বলিঃ যদি তিনি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতেন এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ না করতেন? তিনি বলেনঃ এ ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না, (কেননা, তাঁর তাকদীরে এরূপ লেখা ছিল)। আমি বলি, আপনি আমাকে এ আয়াত সম্পর্কে বলুনঃ শয়তান তোমাদের কাউকে গুমরাহ করতে পারে না, তবে তাকে, যে জাহান্নামের যাবে। তিনি বলেনঃ অবশ্যই শয়তান তার গুমরাহীতে কাউকে আবদ্ধ করতে পারে না, তবে তাকে, যার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম অবধারিত করেছেন।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

হাদিসের মানঃ হাসান (Hasan)

গ্রন্থঃ সূনান আবু দাউদ (ইফাঃ)
অধ্যায়ঃ ৩৫/ সুন্নাহ (كتاب السنة)
হাদিস নম্বরঃ ৪৬২৭

১৭. তাকদীর সম্পর্কে।

৪৬২৭. জা'ফর ইবন মুসাফির (রহঃ) ...... আবূ হাফ্‌স (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা উবাদা ইবন ছামিত (রাঃ) তার পুত্রকে বলেনঃ হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি ততক্ষণ ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না তুমি অনুধাবন কর যে, তুমি যা পেয়েছ, তা কিছুতেই ফেলতে পারতে না; আর তুমি যা পাওনি, তা অবশ্যই তুমি পাবে না। এরপর তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরূপ বলতে শুনেছিঃ মহান আল্লাহ্ সর্ব প্রথম কলম তৈরী করেন। এরপর তিনি কলমকে বলেনঃ লিখ। কলম বলেঃ হে আমার প্রতিপালক, আমি কি লিখব? তখন আল্লাহ্ বলেনঃ তুমি কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্ট সমস্ত জীবের তাকদীর লিখ। হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরূপ বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস ব্যতীত মারা যাবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

হাদিসের মানঃ সহিহ

গ্রন্থঃ সুনান তিরমিজী (ইফাঃ)
অধ্যায়ঃ ৩৫/ তাকদীর (كتاب القدر عن رسول الله ﷺ)
হাদিস নম্বরঃ ২১৩৮

দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

২১৩৮. বুন্দার (রহঃ) ...... সালিম ইবন আবদুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি মনে করেন আমরা যে কাজ করি এগুলি কি নবঘঠিত বিষয় না কি এমন বিষয় যেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ পূর্বেই ফায়সালা করে রেখেছেন? তিনি বললেনঃ হে ইবনুল খাত্তাব, এগুলো হলো এমন বিষয় যেগুলো সম্পর্কে ফায়সালা করে রাখা হয়েছে। আর প্রত্যেকের জন্য তার করনীয় সহজ করে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি নেকবখতগণের অন্তর্ভুক্ত সে করে সৌভাগ্য জনক আমল আর যে ব্যক্তি বদবখতদের অন্তর্ভুক্ত সে করে দুর্ভাগ্য জনক আমল। সহীহ, যিলালুল জান্নাহ ১৬১, ১৬৭, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ২১৩৫ [আল মাদানী প্রকাশনী]

এ বিষয়ে আলী, হুযায়ফা ইবন উসায়দ, আনাস ও ইমরান ইবন হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ।

হাদিসের মানঃ সহিহ
গ্রন্থঃ সুনানে ইবনে মাজাহ
অধ্যায়ঃ ভূমিকা পর্ব (كتاب المقدمة)
হাদিস নম্বরঃ ৯১

১০. তাকদীর (রাঃ) ভাগ্যলিপির বর্ণনা

১৬/৯১। সুরাকাহ ইবনু জুশুম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কার্যকলাপ কী তাই যা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী তাকদীর নির্ধারিত হয়েছে, না ভবিষ্যতে যা করা হবে তা? তিনি বলেনঃ বরং তাই যা পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং তদনুযায়ী তাকদীর নির্দিষ্ট হয়েছে। যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য তা সহজসাধ্য করা হয়েছে।

তাহক্বীক্ব আলবানী: সহীহ। হাদিসের মানঃ সহিহ

গ্রন্থঃ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)
অধ্যায়ঃ পর্ব-১ঃ ঈমান (বিশ্বাস) (كتاب الإيمان)

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

হাদিস নম্বরঃ ৮৭

৩. প্রথম অনুচ্ছেদ - তাকদীরের প্রতি ঈমান

৮৭-[৯] ‘ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। মুযায়নাহ্ গোত্রের দুই লোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি মনে করেন, মানুষ এখন (দুনিয়াতে) যা আ‘মাল (ভাল-মন্দ) করছে এবং ‘আমাল করার চেষ্টায় রত আছে, তা আগেই তাদের জন্য তাক্বদীরে লিখে রাখা হয়েছিল? নাকি পরে যখন তাদের নিকট তাদের নাবী শারী‘আহ্ (দলীল-প্রমাণ) নিয়ে এসেছেন এবং তাদের নিকট তার দলীল-প্রমাণ প্রকটিত হয়েছে, তখন তারা তা করছে? উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ না, বরং পূর্বেই তাদের জন্য তাক্বদীরে এসব নির্দিষ্ট করা হয়েছে ও ঠিক হয়ে রয়েছে। এ কথার সমর্থনে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন (অনুবাদঃ) “প্রাণের কসম (মানুষের)! এবং যিনি তাকে সুন্দরভাবে গঠন করেছেন এবং তাকে (পূর্বেই) ভালো ও মন্দের জ্ঞান দিয়েছেন”- (সূরাহ্ আল লায়ল ৯২: ৭-৮)। (মুসলিম)[1]

[1] সহীহ : মুসলিম ২৬৫০, আহমাদ ১৯৯৩৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৮২। হাদিসের মানঃ সহিহ

এ ছাড়াও আরো হাদিস আছে সাজিদ যে গুলো স্পষ্ট করে বলে যে তাকদির পূর্ব নির্ধারিত,আল্লাহ আগে থেকে জেনে না বরং যা লেখা ছিলো তাই আমাদের সাথে হচ্ছে।

এখন এসব হাদিস থাকার পরেও যারা বলে না বরং আমরা যা করবো তা আগে থেকে আল্লাহ জেনেই লিখছেন লিখছেন বলে হচ্ছে না তখন বলতে হয় তারা কোরান হাদিস থেকে বেশি বুঝে না হয় তারা কোরান হাদিস অস্বীকার করছে।

এই হাদিস গুলো দেখে সাজিদ চুপ হয়ে আছে,তার যেন আর বলার কিছু নেই,তার গুরু জাকির নায়েক সাহেব যে শিক্ষক ছাত্রের উদাহরণ শিখিয়েছেন সেটা এখন হাদিস কোরানের সামনে বাতিল হয়ে গেছে।সাজিদের এমন চুপ থাকা দেখে আরিফ হতবম্ব,সে মনে মনে বলছে বল সাজিদ আরো কিছু বল,কিছু হাদিস কোরান আন,এনে বাবাকে ভুল প্রমাণ কর।কিন্তু এমন স্পষ্ট কোরান আর হাদিসের বিপরীতে সাজিদের আর কী ই বা বলার থাকে।

সাজিদকে চুপ থাকতে দেখে করিম চাচা আবার বলা শুরু করলো,আচ্ছা সাজিদ সব কিছু যদি পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা থাকে তাহলে আমার দোষটা কোথায় বলতে পারো?মানুষ কেন নামাজ না পড়লে জাহান্নামে যাবে,কেন সে আগুনে পুড়বে,যেখানে তার কোন হাতই নাই।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সাজিদ বোধয় এতক্ষনে কিছু বলার সুযোগ পেলো,কিন্তু চাচা আল্লাহ তো মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন মানুষকে একটা স্বাধীন বিবেক দিয়েছেন সেটা দিয়ে মানুষ ভালো মন্দের পার্থক্য করতে পারে, এখন যে তার ইচ্ছা শক্তি দিয়ে ভালো করবে সে পরিক্ষায় পাশ করবে আর যে মন্দ করবে সে ফেল,সতুরাং পুরষ্কার বা শাস্তি তো আল্লাহ বান্দার কৃতকর্মের জন্য তাকে দিচ্ছে,আল্লাহ ইচ্ছা করে তো দিচ্ছে না।
যেমন কোরানে আল্লাহ বলেন,

৭৬:২
﴿اِنَّا خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ نُّطۡفَۃٍ اَمۡشَاجٍ ٭ۖ نَّبۡتَلِیۡہِ فَجَعَلۡنٰہُ سَمِیۡعًۢا بَصِیۡرًا ﴿۲
আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে, আমি তাকে পরীক্ষা করব, ফলে আমি তাকে বানিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

৪০:৪০
مَنۡ عَمِلَ سَیِّئَۃًفَلَا یُجۡزٰۤی اِلَّا مِثۡلَہَا ۚ وَ مَنۡ عَمِلَ صَالِحًا مِّنۡ ذَکَرٍ اَوۡ اُنۡثٰی وَ ہُوَ مُؤۡمِنٌفَاُولٰٓئِکَ
﴿یَدۡخُلُوۡنَ الۡجَنَّۃَ یُرۡزَقُوۡنَ فِیۡہَا بِغَیۡرِ حِسَابٍ ﴿۴۰
‘কেউ পাপ কাজ করলে তাকে শুধু পাপের সমান প্রতিদান দেয়া হবে আর যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে অগণিত রিয্ক দেয়া হবে।’

৭৪:৫৫
﴿فَمَنۡ شَآءَ ذَکَرَہٗ ﴿۵۵
অতএব যার ইচ্ছা সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।

৭৬:২৯
﴿اِنَّ ہٰذِہٖتَذۡکِرَۃٌ ۚ فَمَنۡ شَآءَاتَّخَذَ اِلٰی رَبِّہٖ سَبِیۡلًا ﴿۲۹
নিশ্চয় এটি উপদেশ; অতএব যে চায় সে যেন তার রবের দিকে একটি পথ গ্রহণ করে।

৮১:২৮
﴿لِمَنۡ شَآءَ مِنۡکُمۡ اَنۡ یَّسۡتَقِیۡمَ ﴿۲۸
যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

দেখুন চাচা এই আয়াত গুলোতে আল্লাহ কত সুন্দর করে বলছেন মানুষের ইচ্ছা শক্তি আছে,তারপরেও কিছু সংখক লোক বলে যে মানুষের ইচ্ছা শক্তি নেই,কিছু মানুষ যে এধরনের কথা বলবে সেটাও আল্লাহ আগে থেকেই জানতো এবং সেটা তখনও মানুষরা বলতো তাই আল্লাহ কোরানে বলেন,

৬:১৪৮
سَيَقُوۡلُ الَّذِيۡنَ اَشۡرَكُوۡا لَوۡ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشۡرَكۡنَا وَ لَاۤ اٰبَآؤُنَا وَ لَا حَرَّمۡنَا مِنۡ شَیۡءٍ ؕ كَذٰلِکَ كَذَّبَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ حَتّٰی ذَاقُوۡا بَاۡسَنَا ؕ قُلۡ هَلۡ عِنۡدَكُمۡ مِّنۡ عِلۡمٍ فَتُخۡرِجُوۡهُ لَنَا ؕ اِنۡ تَتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنۡ اَنۡتُمۡ اِلَّا تَخۡرُصُوۡنَ ﴿۱۴۸﴾
অচিরেই মুশরিকরা বলবে, ‘আল্লাহ যদি চাইতেন, আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও না এবং আমরা কোন কিছু হারাম করতাম না’। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, যে পর্যন্ত না তারা আমার আযাব আস্বাদন করেছে। বল, ‘তোমাদের কাছে কি কোন জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে? তোমরা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করছ এবং তোমরা তো কেবল অনুমান করছ’।

দেখেন চাচা আল্লাহ কী সুন্দর করে আপনারা যা বলেছেন সেটা অনেক আগেই বলে গেছে। সতুরাং চাচা এটা স্পষ্ট যে মানুষের ইচ্ছা শক্তি আছে,আর মানুষের ইচ্ছা শক্তি থাকলে মানুষ ভালো মন্দ উভয়টা পার্থক্য করতে পারে,এখন যে তার ইচ্ছা শক্তি কাজে লাগিয়ে মন্দ করবে তার ফল সে পাবে,সে শুধু তার কর্ম ফলই পাবে,আল্লাহ ইচ্ছে মত তাকে শাস্তি দিবেন না,যদি তাই দেন তবে আল্লাহ হবেন যুলম কারী নাওউযুবিল্লাহ,আল্লাহ কখনোই যুলুমকারী নন
যেমন কোরানে আল্লাহ বলেন,

৪:৪০
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَ اِنۡ تَکُ حَسَنَةً يُّضٰعِفۡهَا وَ يُؤۡتِ مِنۡ لَّدُنۡهُ اَجۡرًا عَظِيۡمًا ﴿۴۰﴾
নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলম করেন না। আর যদি সেটি ভাল কাজ হয়, তিনি তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মহা প্রতিদান প্রদান করেন।

২৯:৪০
فَكُلًّا اَخَذۡنَا بِذَنۡۢبِهٖ ۚ فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ اَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِ حَاصِبًا ۚ وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ اَخَذَتۡهُ الصَّيۡحَةُ ۚ وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ خَسَفۡنَا بِهِ الۡاَرۡضَ ۚ وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ اَغۡرَقۡنَا ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَ لٰكِنۡ كَانُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ يَظۡلِمُوۡنَ ﴿۴۰﴾

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

অতঃপর এদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পাপের কারণে আমি পাকড়াও করেছিলাম; তাদের কারো উপর আমি পাথরকুচির ঝড় পাঠিয়েছি, কাউকে পাকড়াও করেছে বিকট আওয়াজ, কাউকে আবার মাটিতে দাবিয়ে দিয়েছি আর কাউকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ এমন নন যে, তাদের উপর যুলম করবেন বরং তারা নিজেরা নিজদের ওপর যুল্‌ম করত।

সাজিদের এমন রেফারেন্স দেওয়া দেখে আরিফের যেন প্রাণ ফিরে এলো,কারণ সে খুব করে চাচ্ছে সাজিদ তার বাবাকে হারিয়ে দিক,কারণ তার বাবা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে,এখন তার নিজের উপরই তার রাগ উঠতেছে কেন সে তার বাবাকে এতো বই কিনে দিলো,বেশি জানতে জানতে বাবা এখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।আর কোরানে আছে ইসলামের সাথে যার সম্পর্ক নাই তার সাথেও কোন মুসলিমের সম্পর্ক থাকতে পারে না,যেমন কোরানে আছেঃ

৯:২৩

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّخِذُوۡۤا اٰبَآءَكُمۡ وَ اِخۡوَانَكُمۡ اَوۡلِيَآءَ اِنِ اسۡتَحَبُّوا الۡكُفۡرَ عَلَى الۡاِيۡمَانِ ؕ وَ مَنۡ يَّتَوَلَّهُمۡ مِّنۡكُمۡ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۲۳﴾
হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালিম।

৫৮:২২
لَا تَجِدُ قَوۡمًا يُّؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ يُوَآدُّوۡنَ مَنۡ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ وَ لَوۡ كَانُوۡۤا اٰبَآءَهُمۡ اَوۡ اَبۡنَآءَهُمۡ اَوۡ اِخۡوَانَهُمۡ اَوۡ عَشِيۡرَتَهُمۡ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيۡ قُلُوۡبِهِمُ الۡاِيۡمَانَ وَ اَيَّدَهُمۡ بِرُوۡحٍ مِّنۡهُ ؕ وَ يُدۡخِلُهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِيۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَ رَضُوۡا عَنۡهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزۡبُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزۡبَ اللّٰهِ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۲۲﴾
তুমি পাবে না এমন জাতিকে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, বন্ধুত্ব করে তার সাথে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। এরাই, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার নিচে দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সতুরাং আরিফের বাবা ইসলাম নিয়ে সমালোচনা আল্লাহর বিধানকে প্রশ্ন বিদ্ধ করছে কাজেই তিনিও তাদের কাতারে।তাই আরিফ মনে প্রাণে চাচ্ছে সাজিদ যেন তার বাবাকে হারিয়ে দিয়ে ইসলামের বিজয় আনে।

করিম চাচা সাজিদের কথা গুলো একমনে শুনে গেলেন,কোন কথা বল্লেন না,সাজিদের কথা শেষ হলে করিম চাচা বল্লেন সাজিদ তুমি তো কোরান থেকে দেখানোর চেষ্টা করলে যে বান্দার ইচ্ছা শক্তি আছে এখন আমি যদি কোরান থেকেই দেখায় যে বান্দার কোন ইচ্ছা শক্তি নেই?

সাজিদ:দেখান দেখান,আমি জানি আপনি দেখাতে পারবেন না,কারণ কোরানে সাংঘর্ষিক কথা নেই।

করিম চাচা:মুচকি হেসে,সাংঘর্ষিক আছে কী নেই সেটা নিয়ে পরে তোমার সাথে কথা হবে আপাতত তোমাকে দেখায় যে বান্দার কোন ইচ্ছা শক্তি নেই।

সাজিদ:দেখান

করিম চাচা:তুমি যে আয়াত গুলো দিয়ে দেখিয়েছো যে বান্দার ইচ্ছা শক্তি আছে আমি সেই আয়াতের আশপাশ থেকেই দেখাচ্ছি,তুমি ৭৪:৫৫,৭৬:২৯এবং ৮১ এর ২৮ নাম্বার আয়াত দিয়ে দেখিয়েছো যে বান্দার ইচ্ছা শক্তি আছে,আয়াত গুলোতে বলা হচ্ছে যার ইচ্ছা সে যেন গ্রহণ করে,সুন্দর কথা।কিন্তু সাজিদ তুমি মনে হয় ঐ আয়াত গুলোর আগে পিছে লক্ষ করোনি ৭৫:৫৬,৭৬:৩০ এবং ৮১:২৯ আয়াত গুলো দেখো কী বলছে।

৭৪:৫৬

وَ مَا يَذۡكُرُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهۡلُ التَّقۡوٰى وَ اَهۡلُ الۡمَغۡفِرَةِ ﴿۵۶﴾

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।

৭৬:৩০

وَ مَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا ﴿٣٠﴾

আর আল্লাহ ইচ্ছা না করলে তোমরা ইচ্ছা করবে না; নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রাজ্ঞ।

৮১:২৯

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

﴿وَ مَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ یَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۲۹
And you do not will except that Allah wills - Lord of the worlds.
আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

দেখো সাজিদ এই তিনটা সূরাতেই তুমি যে আয়াত গুলো দিছো সেখানে বলা হচ্ছে যার ইচ্ছা সে যেন গ্রহণ করে,কেউ যদি তার পরের আয়াত গুলোই আর না পড়ে তবে সে বলতে বাধ্য যে হ্যাঁ মানুষের ইচ্ছা শক্তি আছে,কিন্তু দেখো পরের আয়াত গুলোতেই একদম স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে যে না তোমরা ইচ্ছাও করতে পারো না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন।সাজিদ এখানে আর আমার ইচ্ছাশক্তি থাকলো কোথায়?আমি কোন একটা কাজ করার আগে আমি ইচ্ছা করি বা নিয়ত করি কিন্তু আল্লাহ বলতেছেন সে ইচ্ছাটাও আমি করতে পারবো না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন।এখন একজন নামাজ পড়তেছে কারণ সে যে নামাজ পড়ার ইচ্ছাটা করেছে সেটাও আল্লার ইচ্ছাতে,আবার কেউ একজন খুন করছে সে যে খুন করার ইচ্ছাটা করেছে সেটাও আল্লাহর ইচ্ছাতে,যেখানে আমার ইচ্ছাটাই আল্লাহর ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেখানে কিভাবে বলা যায় যে আমার ইচ্ছা শক্তি আছে।
সাজিদ চুপ করে আছে,করিম চাচা বলে যাচ্ছেন সাজিদ কোরানে তো একটা উপদেশ বাণী তাই না?কারণ আল্লাহ কোরানে বলেন

১২:১০৪
﴿وَ مَا تَسۡـَٔلُهُمۡ عَلَیۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ ؕ اِنۡ هُوَ اِلَّا ذِکۡرٌ لِّلۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۰۴
আর তুমি এর উপর তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও না, এ তো (কুরআন) সমগ্র সৃষ্টির জন্য উপদেশমাত্র।

একি কথা আরো অনেক জায়গায় বলা আছে যেমনঃ

৩:১৩৮,৩৬:৬৯,৩৮:১,৫৪:৪,৬৮:৫২,৭৭:৫,৮০:১১,৮১:২৭

এই আয়াত গুলোতেও বলা হচ্ছে কোরান একটা উপদেশ বাণী,আচ্ছা সাজিদ কোরান যদি উপদেশ বানী হয় এবং আমি যদি সে উপদেশ বাণী গ্রহণ করতে চাই কিন্তু সেটা কিভাবে করবো যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন যেটা ৭৪:৫৬ তে বলা আছে।এখন যে সমস্ত মক্কাবাসিরা কোরান কে গ্রহণ করেনি,বা এখনো যারা গ্রহণ করে না, এবং কোরানে যে আল্লাহর দ্বীনের কথা বলা আছে যারা সেটা গ্রহণ করে

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

না সেখানে কী তাদের কোন দোষ আছে?বরং তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারেনি কারণ আল্লাহ ইচ্ছা করেন নাই।
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া যে কেউ উপদেশ বা হেদায়েত পায় না সেটাও কোরানে বহু জায়গায় বলা আছে,কোরান কিন্তু আবার হেদায়েতও যেমনঃ

৭:৫২
وَ لَقَدۡ جِئۡنٰہُمۡ بِکِتٰبٍ فَصَّلۡنٰہُ عَلٰی عِلۡمٍ ہُدًی وَّ رَحۡمَۃً لِّقَوۡمٍ یُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۵۲﴾
আর আমি তো তাদের নিকট এমন কিতাব নিয়ে এসেছি, যা আমি জ্ঞানের ভিত্তিতে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তা হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ এমন জাতির জন্য, যারা ঈমান রাখে।

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া যে কেউ হেদায়েতও পায় না সেটা কোরানে বহু জায়গায় বলা আছে,আমি তোমাকে সব গুলো বলছি না যাস্ট কিছু আয়াত নাম্বার দিচ্ছি,যেমন:

২:১৪২,২১৩,২৭৩,৪:৮৩,৮৮,৬:৮৭,৮৮,১০৭,১১১,১২৫,১৪৯,৮:২৩,১০:৩৩,
১৪:৪,১১,১৬:৩৭,৯৩,১৮:১৭,২২:৭৪,৩২:১৩,৩৯:২২,২৩,৩৬,৪০:৩৩,৪২:৪৪

আরো অনেক জায়গায় আছে সাজিদ যেখানে বলা হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ হেদায়েতও পাবে না আমি তোমাকে একটা পড়ে শুনাই।

৭:১৭৮
مَنۡ یَّہۡدِ اللّٰہُ فَہُوَ الۡمُہۡتَدِیۡ ۚ وَ مَنۡ یُّضۡلِلۡ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ ﴿۱۷۸﴾
যাকে আল্লাহ হিদায়াত করেন সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত আর যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

দেখো আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেবেন সেই হেদায়েত পাবে,তাহলে বলো যারা হেদায়েত পায় নাই তার জন্য কি তাদের দোষারোপ করা যাবে?হেদায়েত না পাওয়ার পেছনে কি তাদের কোন হাত ছিলো?
আরেকটা আয়াত দেখো এখানে কিভাবে মানুষকে হেদায়েত দেন সে কথা বলা হচ্ছে,

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

৬:১২৫

فِى السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجۡعَلُ اللّٰهُ الرِّجۡسَ عَلَى الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۲۵﴾

সুতরাং যাকে আল্লাহ হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার বুক উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে ভ্রষ্ট করতে চান, তার বুক সঙ্কীর্ণ-সঙ্কুচিত করে দেন, যেন সে আসমানে আরোহণ করছে। এমনিভাবে আল্লাহ অকল্যাণ দেন তাদের উপর, যারা ঈমান আনে না।

এই আয়াত তো সাজিদ বলেই দিচ্ছে যাকে হেদায়েত দিতে চান তার বুক কিভাবে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন,আর যাকে দিতে চান না কিভাবে তার বুক সঙ্কুচিত করে দেন?এখন বলতো সাজিদ আবু জাহেল,আবু লাহব ওরা যে ইসলাম গ্রহণ করেনি এটা কি ওদের দোষে না আল্লাহ ওদের বুক সঙ্কুচিত করে দিয়েছে বলে?
সাজিদ আর আরিফ দুজনই চুপ,আরিফ তো পুরাই হতবম্ব,সাজিদ চুপ বলে না তার বাবার যেভাবে একের পর এক কোরান হাদিসের রেফারেন্স দিচ্ছে সেটা দেখে,কখন তার বাবা এসব পড়লো আর এসব মুখস্ত করলে কিভাবে!এতো দিন আরিফ ভাবতো তার গুরু জাকির নায়েক ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ বুঝি এমন ফরফর করে মুখস্ত রেফারেন্স দিতে পারে না,কিন্তু তার বাবা একজন মাধ্যমিক পাস লোক কিভাবে এতো কিছু মুখস্ত রাখলো?
সাজিদ কথা খুঁজতেছে কিন্তু পাচ্ছে না,করিম চাচা আবার বল্লেন,সাজিদ তোমাকে একটা প্রশ্ন করি?
সাজিদ খুব নিচু স্বরে বল্লো করেন চাচা।
করিম চাচ:আচ্ছা সাজিদ তুমি যে মুসলামন সেটা কি তোমার ইচ্ছায় হয়েছো?মানে নিজের ইচ্ছা শক্তি কাজে লাগিয়ে?
এতক্ষনে সাজিদ কথা পেলো,সে লাফিয়ে বল্লো জি অবশ্য,আল্লাহ আমাকে যে বিচার বুদ্ধি দিয়েছে সেটা কাজে লাগিয়ে আমি মুসলমান জন্মসূত্রে না,আমার বিবেক দিয়ে সব যাচায় বাছায় করে দেখেছি তারপর এখন ইসলামটাকেই সত্য বলে মানি।
করিম চাচা:তার মানে তুমি মুসলিম তোমার ইচ্ছা শক্তি দিয়ে?
সাজিদ অবশ্যয়।
করিম চাচা:কিন্ত কোরান তো এটা বলে না?কোরান কী বলে শুনবে?
সাজিদ কী বলে?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

করিম চাচা:এই আয়াতটা দেখো,

৪৯:১৭
يَمُنُّوۡنَ عَلَيۡکَ اَنۡ اَسۡلَمُوۡا ؕ قُلۡ لَّا تَمُنُّوۡا عَلَیَّ اِسۡلَامَکُمۡ ۚ بَلِ اللّٰہُ یَمُنُّ عَلَیۡکُمۡ اَنۡ ہَدٰىکُمۡ لِلۡاِیۡمَانِ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ﴿۱۷﴾
(তারা মনে করে) ‘তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমাকে ধন্য করেছে’। বল, ‘তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না’। বরং আল্লাহই তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক’।

সাজিদ,এরপরেও কি তুমি বলতে চাও যে তুমি নিজ ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছো,তবে যে আল্লাহর কথা ভুল,এরপরেও কি তুমি বলতে চাও মানুষের ইচ্ছা শক্তি আছে,তবে যে আল্লাহর কথা ভুল,এখন তোমার ইচ্ছা তুমি কোনটা চয়েজ করবে।
সাজিদ:কিন্তু অন্য জায়গায় যে ইচ্ছা শক্তি এবং পরিক্ষার কথা বলা আছে?
করিম চাচা:একি সাথে কি ইচ্ছা শক্তি থাকতে পারে আবার থাকতে পারে না?তুমি একটু আগে বলেছিলে কোরানে কোন সাংঘর্ষিক কথা নেই,তাহলে এখন তুমি উত্তর পেয়ে গেলে একি সাথে হ্যাঁ এবং না থাকলে সেটা কী হয় আশা করি সেটা তোমাদের বুঝাতে হবে না,তোমরা অনেক শিক্ষিত মানুষ।
আরিফর মাথায় হাত,সাজিদ এটা কী করতেছে,সে কেন বাবার সাথে হেরে যাচ্ছে সে কেন কিছু বলছে না,আরিফ সাজিদের কানে কানে বল্লো কীরে আর কিছু বলিস না ক্যান?ঐ টা বল না,সাজিদ বলে -কোনটা?
আরিফ:কাউনিয়্যাহ আর শারইয়্যাহ।
সাথে সাথে সাজিদের মনে পড়ে গেলো,সাজিদ বল্লো চাচা আল্লাহ ইচ্ছাতে সব হয় সত্য কিন্তু সব কিছুতে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে না,আল্লাহর ইচ্ছা দুই প্রকারের ১/কাউনিয়্যাহ ২/শারইয়্যাহ। কাউনিয়্যাহ হচ্ছে এমন জিনিস যেটাতে আল্লাহর অনুমোদন আছে কিন্তু ইচ্ছা নেই,যেমন কুফর করা,পাপ কাজ করা।যেহেতু আল্লাহ সর্বশক্তিমান সেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হওয়া সম্ভব না তাই পাপ কাজও হয় কিন্তু পাপ কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে না

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আর শারইয়্যাহ হলো ঐ কাজ যে গুলোতে আল্লাহর ইচ্ছা আছে আবার সন্তুষ্টিও আছে যেমন ভালো কাজ,ইমান।
আবু জাহেল আবু লাহাব আল্লাহর ইচ্ছাতে ইমান আনেনি সত্য কিন্তু সে ইচ্ছাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছিলো না,কেউ যদি ইচ্ছা করে খারাপ কাজ করতে তবে আল্লাক তাকে অনুমতি দিবে কিন্তু সে খারাপ কাজে আল্লাহ খুশি হোন না,তাই আবু লাহাব আবু জাহেল যেহেতু কাউনিয়্যাহ ইচ্ছার কাজ করেছে আল্লাহ সন্তুষ্টির কাজ করে নাই তাই তারাই তাদের কাজের জন্য দায়ী আল্লাহ না,কারণ আল্লাহ তাদের কে বলেছিলেন শারইয়্যাহ কাজ গুলো করতে।
এই কথা গুলো বলতে পেরে সাজিদের মুখটা উজ্জল হয়ে গেলো,মনে হলো বিশাল সমুদ্রে আকড়ে ধরার মত একটা তক্তা পেলো।সে আরিফ কে ধন্যবাদ জানালো।
করিম চাচা:সাজিদ তোমাকে একটা উদাহরণ দেই,আচ্ছা আমি যদি আমার রোবটকে আরিফ কে খুন করার জন্য অনুমতি দেই সাথে সাথে সাতে তার হাতে অস্ত্রও তুলে দেই তবে কি আমি দোষী? পুলিশ কি আমাকে ধরবে?
সাজিদ:জি অবশ্যয ধরবে।
করিম চাচাঃকিন্তু আমি যদি পুলিশকে বলি রোবট যে খুনটা করেছে তাকে আমি অনুমতি দিয়েছি সত্য তাকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছি সত্য কিন্তু সে খুনটাতে আমি খুশি না তখন কি পুলিশ তোমাকে আমাকে ছেড়ে দিবে?
সাজিদ: না
করিম চাচা: কেন?
সাজিদ: কারণ আপনি রোবটকে অনুমতি দিয়েছেন অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন সো আপনি তো দোষী।
করিম চাচা:একদম ঠিক।আচ্ছা সেটা আল্লাহর বেলা কেন হবে না,তিনি খারাপ কাজ করার অনুমোদন দিয়েছেন আবার কারো বুক সঙ্কুচিত করে দিয়েছেন আবার যে পাপ কাজ টা করবে সে পাপ করার ইচ্ছাটাও করতে পারে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন তার সব কিছু আল্লাহ নিয়ত্রণ করে এখন তাকে দোষী করা যাবে কারণ সে তো রোবট ছাড়া কিছই না,সে তো খুন করার খারাপ কাজ করার ইচ্ছাটাও করতে পারতো না যদি না আল্লাহ আগে ইচ্ছা করতেন।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আর আল্লাহর বেলায় যে উদাহরণটা দিলে সেটা কি হাস্যকর না,ইচ্ছা আছে অনুমোদন আছে কিন্তু সন্তুষ্টি নাই,যদি সন্তুষ্টি না থাকে তবে অনুমোদন দিবো কেন?

তুমি শুকর খেতে পছন্দ করো না এখন তুমি কি তোমার পরিবারে শুকর রান্না করার অনুমতি দিবা?

এবার সাজিদের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো,ফিস ফিস করে বল্লে কিন্তু চাচা পরিক্ষা করবে তাহলে কিভাবে?

করিম চাচা:সাজিদ তুমি কি এটাকে এখনো পরিক্ষা বলবে?যেখানে তোমাকে দেখলাম সব কিছুই তার ইচ্ছামত হচ্ছে,উনিই কাউকে হেদায়েত দিচ্ছেন আবার উনিই কাউকে গোমরাহ করছেন তাহলে এখানে পরিক্ষা আসতেছে কোথা থেকে,আসলে এখানে পরিক্ষার কোন কিছুই নেই সবই হলো স্বৈরাচারি শাসকের মত যা খুশি তাই করা,এখন যেহেতু সব কিছুই তিনি করাচ্ছেন তাহলে যে ইসলামের পথে আছেন তাকেও তিনি চালাচ্ছেন আর যে নাস্তিক মুর্তাদ হয়ে গেছে তাকেও তিনি নাস্তিক মুর্তাদ বানাচ্ছেন কোরান হাদিস থেকে আমরা তাই দেখলাম,আর কোরানে কিছু আয়াতে পরিক্ষার কথা বলছে তাহলে অধিকাংশ আয়াতে কেন বলছেন তিনি যা খুশি তা করেন,তাহলে কথা গুলো কি বিপরীত হয়ে গেলো না?

তোমরা তো বার বার বলো আল্লাহ পরিক্ষা করছেন পরিক্ষা করছেন মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন সে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে সে যেটা গ্রহণ করে সেটা তার ইচ্ছা শক্তি দিয়েই গ্রহণ করে,কিন্তু আমরা এতক্ষণ কোরান হাদিসে দেখলাম যে এটা আসলে পরিক্ষার নামে প্রহসন।

আচ্ছা সাজদি তুমি তো বিশ্বাস করো আল্লাহ পরিক্ষা নিচ্ছেন তাহলে পরিক্ষাতে কি সবাই সমান সুযোগ পাবে না?

সাজিদ: জি পাওয়ার তো কথা

করিম চাচা:তুমি মুসা আর হিজিরের কাহিনীটা তো জানো?

সাজিদ: জি জানি

করিম চাচা:সূরা কাহাফের ৬৫-৮২ পর্যন্ত খিজিরের ঘটনা বর্ণনা আছে,আচ্ছা ওখানে খিজির একটা নাবালক শিশুকে মেরে ফেলে সেটা তোমার মনে আছে?

সাজিদঃজি

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

করিম চাচাঃসেও কি পরিক্ষার্থী ছিলো না?
সাজিদ: ছিলো তো
করিম চাচা: তবে তাকে কেন মারা হলো, ভবিষ্যতে সে পাপী হবে বলে তাকে আগেই মেরে ফেলা হলো সেখানে ছেলেটি কি পূর্ণ সুযোগ পেয়েছে?
সাজিদ:তবে তার সাথে তো কোন অন্যায় করা হযনি,ছেলেটি বড় হয়ে পাপ করতো কিন্তু তাকে পাপ করার আগেই মেরে ফেলা হইছে সে তো জান্নাতে যাবে।
করিম চাচা:সে জান্নাতে যাবে কী না সেটা নিয়াও আলোচনা হতে পারে,এখন তোমার কথা অনুযায়ী আমি যদি সব শিশুদের হত্যা করা শুরু করি তবে আমি কি ভালো কাজ করবো না?
সাজিদঃকিন্তু হত্যা করা কিভাবে ভালো?
করিম চাচাঃকেন ওদের শিশু বয়সে হত্যা করলেই তো ওরা জান্নাতে,আমি ওদের জান্নাতের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সেটা কী ভালো কাজ না?কারণ বড় হয়ে ওদের কেউ কেউ মা বাবার অবাধ্য হতো কেউ কেউ নাস্তিক হতো,আমি তাদের শিশু বয়সে মেরে ফেলে তাদের জান্নাতের পথ সুগম করে দিলাম না?
সাজিদ চুপ করে আছে
করিম চাচা:দেখো তোমার প্রথম দেওয়া উদারহণটা এখানেও যায় না,তুমি বলেছিলে শিক্ষক অনুমান করেই পরিক্ষা না দিয়ে কাউকে রেজাল্ট দিতে পারে না,কিন্তু কোরানে কিন্তু আল্লাহ দিচ্ছে ঐ ছেলেটার ক্ষেত্রে কিন্তু দিচ্ছে,সে ভবিষ্যতে পাপ করবে বলে তাকে পুরো পরিক্ষা দিতে না দিয়ে অনুমান করে রেজাল্ট দিচ্ছে,সতুরাং যে উদাহরণটা তোমরা দাও সেটা কী ভালোভাবে ভেবে দেখেছো?
সাজিদ কোন কথা বলছে না দেখে করিম চাচা বলেই যাচ্ছেন।
আচ্ছা সাজিদ দশজন জান্নাতি সাহাবির কথা তো শুনেছো?
সাজিদ: জি চাচা
করিম চাচা:তারপরেও আরিফের জন্য হাদিসটা আবার বলি।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

অধ্যায়ঃ ৪৬/ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার সাহাবীগণের মর্যাদা (كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ)

হাদিস নম্বরঃ ৩৭৪৭
গ্রন্থঃ সূনান আত তিরমিজী [তাহকীককৃত]

২৬. ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ আয-যুহরী (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

৩৭৪৭। আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আবূ বাকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, উসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তলহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, 'আবদুর রহমান ইবনু আওফ জান্নাতী, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ জান্নাতী এবং আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ জান্নাতী।

সহীহঃ মিশকাত (৬১১), তাখরীজ ত্বাহাতীয়াহ (৭২৮)।

আবু মুস'আব আবদুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আব্দুর রাহমান ইবনু হুমাইদ হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে, এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। এই সনদে 'আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রাযিঃ)-এর উল্লেখ নেই। এ হাদীস আবদুর রহমান ইবনু হুমাইদ-তার পিতা হতে, তিনি সাঈদ ইবনু যাইদ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণিত হয়েছে। এ সনদে বর্ণিত হাদীসটি প্রথমোক্ত হাদীসের চাইতে অনেক বেশি সহীহ।

হাদিসের মানঃ সহিহ

সাজিদ এখানেও তো পরিক্ষার আগে রেজাল্ট দেওয়া হয়েছে,তারা জীবিত থাকতেই তো জান্নাতের সংবাদ পেয়ে গেলো,এখানে কি কিছু বলার আছে তোমার?তুমি কি এগুলোকে পরিক্ষা বলবে?আর যদি পরিক্ষা বলো তুমি কি পরিক্ষককে ন্যায়বিচারক বলবে,যে কীনা তার কিছু সংখক ছাত্রের জন্য সুবিধা বেশি দিচ্ছেন আর কিছু সংখক ছাত্রের জন্য সুবিধা কম।
সাজিদের মুখে কথা নেই।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আচ্ছা সাজিদ যারা নবী রাসুল হয়েছেন তারা কি নিজ চেষ্টায় নবী হয়েছেন নাকি আল্লাহ দ্বারা মনোনিত?

সাজিদঃ তারা আল্লাহ দ্বারা মনোনিত তবে তারা যে শ্রেষ্ঠ মানুষ হবে সেটা আল্লাহ জানতো তাই তাদের নবী করেছেন?

করমি চাচাঃসাজিদ,আবারও সেখানে গেলে?অথচ তোমাকে তো কোরান হাদিস থেকে দেখলাম সব পূর্ব নির্ধারিত,আচ্ছা এখনের জন্য তোমার কথা মেনে নিচ্ছি,ধরো আল্লাহ আগে থেকে জানতেন তারা ভালো কাজ করবে,এখন তারা যে ভালো কাজ করবে সেখানে কি আল্লাহর সাহায্য দ্বারা নাকি নিজ চেষ্টায়?

সাজিদ: নিজ চেষ্টায়।

করিম চাচাঃমুহাম্মদের সাথে কি এটা হয়েছে?মুহাম্মদকে কি আল্লাহ ভালো কাজ করার জন্য সাহয্য করেনি?

সাজিদ:কিন্তু উনি তো ছোট থেকেই উত্তম চরিত্রের ছিলো।

করিম চাচাঃউনার যে ছোট বেলা বক্ষ বিদীর্ন হয়েছে সেটা ভুলে গেছো?দাড়াও মনে করিয়ে দেই।

গ্রন্থঃ **সহীহ বুখারী (তাওহীদ)**

অধ্যায়ঃ ৬০/ আম্বিয়া কিরাম ('আঃ) (كتاب أحاديث الأنبياء)

হাদিস নম্বরঃ ৩৩৪২

৬০/৫. ইদ্রীস (আঃ)-এর বিবরণ।

৬০/৪. অধ্যায় :

৩৩৪২. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ যার (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (লাইলাতুল মি’রাজে) আমার ঘরের ছাদ উন্মুক্ত করা হয়েছিল। তখন আমি মক্কায় ছিলাম। অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) অবতরণ করলেন এবং আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। অতঃপর তিনি যমযমের পানি দ্বারা তা ধুলেন। এরপর হিক্মত ও ঈমান (জ্ঞান ও বিশ্বাস) দ্বারা পূর্ণ একখানা সোনার তশ্তরি নিয়ে আসেন এবং তা আমার বক্ষে ঢেলে দিলেন। অতঃপর আমার বক্ষকে আগের মত মিলিয়ে দিলেন। এবার তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিলেন। অতঃপর যখন দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে পৌঁছলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) আকাশের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? জবাব দিলেন, আমি জিবরাঈল। দ্বাররক্ষী বললেন, আপনার সঙ্গে কি আর কেউ আছেন? তিনি বললেন, আমার সঙ্গে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ওয়াসাল্লাম আছেন। দ্বাররক্ষী জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর দরজা খোলা হল। যখন আমরা আকাশের উপরে আরোহণ করলাম, হঠাৎ দেখলাম এক ব্যক্তি যার ডানে একদল লোক আর তাঁর বামেও একদল লোক। যখন তিনি তাঁর ডান দিকে তাকান তখন হাসতে থাকেন আর যখন তাঁর বাম দিকে তাকান তখন কাঁদতে থাকেন। (তিনি আমাকে দেখে) বললেন, মারাহাবা! নেক নাবী ও নেক সন্তান। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! ইনি কে? তিনি জবাব দিলেন, ইনি আদাম (আঃ) আর তাঁর ডানের ও বামের এ লোকগুলো হলো তাঁর সন্তান। এদের মধ্যে ডানদিকের লোকগুলো জান্নাতী আর বামদিকের লোকগুলো জাহান্নামী। অতএব যখন তিনি ডানদিকে তাকান তখন হাসেন আর যখন বামদিকে তাকান তখন কাঁদেন। অতঃপর আমাকে নিয়ে জিবরাঈল (আঃ) আরো উপরে উঠলেন। এমনকি দ্বিতীয় আকাশের দ্বারে এসে গেলেন। তখন তিনি এ আকাশের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন! দ্বাররক্ষী তাঁকে প্রথম আকাশের দ্বাররক্ষী যেরূপ বলেছিল, তেমনি বলল। অতঃপর তিনি দরজা খুলে দিলেন।

আনাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর আবূ যার (রাঃ) উল্লেখ করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশসমূহে ইদ্রীস, মূসা, ‘ঈসা এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁদের কার অবস্থান কোন্ আকাশে তিনি আমার নিকট তা বর্ণনা করেননি। তবে তিনি এটা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে আদাম (আঃ)-কে এবং ষষ্ঠ আকাশে ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখতে পেয়েছেন।

আনাস (রাঃ) বলেন, জিবরাঈল (আঃ) যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ] ইদ্রীস (আঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন তিনি [ইদ্রীস (আঃ)] বলেছিলেন, হে নেক নাবী এবং নেক ভাই! আপনাকে মারহাবা। [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন] আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি (জিবরাঈল) জবাব দিলেন, ইনি ইদ্রীস (আঃ)! অতঃপর মুসা (আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা! হে নেক নাবী এবং নেক ভাই। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি [জিবরাঈল (আঃ)] বললেন, ইনি মূসা (আঃ)। অতঃপর ‘ঈসা (আঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা! হে নেক নাবী এবং নেক ভাই। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি [জিবরাঈল (আঃ)] বললেন, ইনি ‘ঈসা (আঃ)। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা। হে নেক নাবী এবং নেক সন্তান! আমি জানতে চাইলাম, ইনি কে? তিনি [জিবরাঈল (আঃ)] বললেন, ইনি ইবরাহীম (আঃ)।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, আমাকে ইবনু হাযম (রহ.) জানিয়েছেন যে, ইবনু 'আববাস ও আবূ ইয়াহয়্যা আনসারী (রাঃ) বলতেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অতঃপর জিবরাঈল আমাকে ঊর্ধ্বে নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত আমি একটি সমতল স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখান হতে কলমসমূহের খসখস শব্দ শুনছিলাম।

ইবনু হাযম (রহ.) এবং আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তখন আল্লাহ আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। অতঃপর আমি এ নির্দেশ নিয়ে ফিরে আসলাম। যখন মূসা (আঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার রব আপনার উম্মাত উপর কী ফরজ করেছেন? আমি বললাম, তাদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়েছে। তিনি বললেন, পুনরায় আপনার রবের নিকট ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মাতের তা পালন করার সামর্থ্য রাখে না। তখন ফিরে গেলাম এবং আমার রবের নিকট তা কমাবার জন্য আবেদন করলাম। তিনি তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে পুনরায় কমাবার আবেদন করুন এবং তিনি [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] পূর্বের অনুরূপ কথা আবার উল্লেখ করলেন। এবার তিনি (আল্লাহ) তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তিনি পূর্বের মত বললেন। আমি তা করলাম। তখন আল্লাহ তার এক অংশ মাফ করে দিলেন। আমি পুনরায় মূসা (আঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে আরো কমাবার আরয করুন। কেননা আপনার উম্মাতের তা পালন করার সামর্থ্য থাকবে না। আমি আবার ফিরে গেলাম এবং আমার রবের নিকট তা কমাবার আবেদন করলাম। তিনি বললেন, এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বাকী রইল। আর তা সাওয়াবের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান হবে। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। অতঃপর আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি এবারও বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে আবেদন করুন। আমি বললাম, এবার আমার রবের সম্মুখীন হতে আমি লজ্জাবোধ করছি। এবার জিবরাঈল (আঃ) চললেন এবং অবশেষে আমাকে সাথে নিয়ে সিদ্রাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। দেখলাম তা এমন চমৎকার রঙে পরিপূর্ণ যা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করানো হল। দেখলাম এর ইট মোতির তৈরী আর এর মাটি মিস্ক বা কস্তুরীর মত সুগন্ধময়। (৩৪৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩০৯৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩১০৩)

হাদিসের মানঃ সহিহ

কী বুঝলে সাজিদ,নবীকে তো শিশু বয়সেই নবী হওয়ার ট্রেইনিং দেওয়া শুরু করছে,তার বুক চিরে বুকের ভেতর ইমান ভরে দিয়ে গেছে,যদি নবীকে তার ইচ্ছাতে ছেড়ে দিতো এবং আল্লাহ হস্তক্ষেপ না করতো তবে বলতে পারতে নবী উত্তম চরিত্রের হবেন বলেই আল্লাহ নবী বানিয়েছেন।কিন্তু হাদিসে দেখতে পাচ্ছি মুহাম্মদকে শিশু বয়স থেকেই নবি হিসেবে গড়ে তুলা হচ্ছে,সেটা যদি আবু জেহেল কে করতো তাহলে সেও নবী হতো,নবীকে পরিক্ষা ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা দিলো আর আবু জাহেলের বুক

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ইসলামের জন্য সঙ্কুচিত করে দিলো,কাউকে আগেভাগেই মেরে ফেলছে পরে খারাপ হবে বিধায় কাউকে আগেভাবেই জান্নাত দিয়ে দিচ্ছে পরিক্ষা শেষ হওয়ার আগেই,এট পরিক্ষা না প্রহসন?
সাজিদের ভাষা হারিয়ে গেছে বলার মত আর কিছুই বাকি নাই,তার এবং তার গুরুর বিখ্যাত ছাত্র শিক্ষকের উদাহরণকে করিম চাচা তুলাধুনা করে দিছে।আরিফের মাথায় হাত।এই সাজিদকে নিয়েই একদিন আরিফ খুব গর্ব করতো আর আজ তার ইসলামের শত্রু বাবার কাছে সে হেরে যাচ্ছে এা আরিফ মানতে পারছে না।
করিম চাচা বল্লেন সাজিদ আমি আর কিছু বলবো না,তবে আরো অনেক আয়াত ছিলো যেগুলো দিয়ে তোমাকে দেখাতে পারি বান্দার কোন ইচ্ছা শক্তিই নেই,সব কলকাঠি আল্লাহ নাড়েন।
তবে তোমাকে আর কয়েকটা হাদিস দেখিয়ে আজকের মত আলোচনা থামাবো,রাত প্রায় শেষ হতে চল্লো।
মনে আছে তুমি বলেছিলে পরিক্ষা ছাড়া আল্লাহ শাস্তি দিলে,বা তাকদির পূর্বনির্ধারিত হলে এবং সে অনুযায়ী কাউকে শাস্তি দিলে সেটা যুলুম হয়?
সাজিদ:জি মনে আছে
কিন্তু ইসলাম কিন্তু বলে আল্লাহ যা খুশি তা করলেও তাকে যুলুমকারী বলা যাবে না,কাউকে পূর্ব নির্ধারিত তাকদির অনুযায়ী শাস্তি দিলেও।
এই হাদিসটা দেখো।

গ্রন্থঃ সূনান আবু দাউদ (ইফাঃ)
অধ্যায়ঃ ৩৫/ সুন্নাহ (كتاب السنة)
হাদিস নম্বরঃ ৪৬২৬

১৭. তাকদীর সম্পর্কে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

৪৬২৬. মুহাম্মদ ইবন কাছীর (রহঃ) ..... আবদুল্লাহ ইবন দায়লামী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; একদা আমি উবাই ইবন কাআব (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলিঃ আমার অন্তরে তাকদীরের ব্যাপারে কিছু সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, আপনি সে সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন, যাতে আল্লাহ্ আমার অন্তর থেকে তা দূর করে দেন। তিনি বলেনঃ মহান আল্লাহ্ যদি আসমান ও যমীনের সব মাখলূককে আযাব দেন, তবে এ জন্য তাঁকে জালিম বলা যাবে না। আর যদি তিনি সকলের উপর রহম করেন, তবে তাঁর রহমত তাদের জন্য, তাদের আমলের চাইতে উত্তম।

আর যদি তুমি আল্লাহ্র রাস্তায় উহুদ পরিমাণ সোনা ব্যয় কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ তা কবূল করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীরের উপর ঈমান আনবে। আর তুমি বিশেষভাবে মনে রাখবে যে, তোমার যা পাওনা ছিল, তা অবশ্যই পেয়েছ; আর তুমি যা পাওয়ার নও-তা কখনো পাবে না। আর যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস ব্যতীত-অন্য বিশ্বাসের উপর মারা যাও, তবে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

রাবী বলেনঃ এরপর আমি আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর কাছে আসলে, তিনি বলেনঃ তারপর আমি হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রাঃ)-এর কাছে গেলে, তিনিও অনুরূপ বর্ণনা করেন। রাবী বলেনঃ পরে আমি যায়দ ইবন ছাবিত (রাঃ)-এর কাছে গেলে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

হাদিসের মানঃ সহিহ

দেখলে তো যুক্তি বলে তিনি যালিম হবেন,কিন্তু ইসলাম বলে হবে না।
এবার আসো আরেকটা হাদিস দিয়ে ক্লিয়ার করি মানুষের হেদায়েত হওয়া বা না হওয়া যে তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

গ্রন্থঃ সূনান আত তিরমিজী [তাহকীককৃত]
অধ্যায়ঃ ৩৮/ ঈমান (كتاب الإيمان عن رسول الله ﷺ)
হাদিস নম্বরঃ ২৬৪২

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

১৮. এই উম্মাতের অনৈক্য

২৬৪২। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা'আলা অন্ধকারে তার মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি এদের উপর তার নূরের আলোকপ্রভা ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং সেই নূরের আলোকপ্রভা যে ব্যক্তির উপর পড়েছে সে সৎপথ পেয়েছে এবং যে ব্যক্তির উপর তা পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ জন্যেই আমি বলিঃ আল্লাহ তা'আলার ইলম অনুযায়ী কলম (তাকদীরের লিখন) শুকিয়ে গেছে।

সহীহঃ মিশকাত (১০১), সহীহাহ (১০৭৬), আযযিলা-ল (২৪১-২৪৪)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

হাদিসের মানঃ সহিহ

এখন বলোতো সাজিদ রুহ জগতে যার উপর নূররে আলোকপ্রভা পরে নাই তার কী দোষ,সে তো হেদায়েত পাবে না,এখান থেকে ক্লিয়ার হেদায়েত আগে থেকেই নির্ধারণ।
আরেকটা হাদিস দেখো সাজিদ মানুষের ইচ্ছা শক্তি নিয়ে

গ্রন্থঃ সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)
অধ্যায়ঃ ৪৮/ তাকদীর (كتاب القدر)
হাদিস নম্বরঃ ৬৫০৯

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

৩. আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে চান কলবসমূহ পরিবর্তিত করেন

৬৫০৯। যুহায়র ইবনু হারব ও ইবনু নুমায়র (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, আদম সন্তানের কলবসমূহ পরম দয়াময় (আল্লাহ তাআলা) এর দু'আংগুলের মাঝে একটি মাত্র কলবের মত। তিনি যে ভাবে ইচ্ছা তা ওলট পালট করেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "কলব সমূহ পরিচালনাকারী হে আল্লাহ! আপনি আমাদের কলবকে আপনার আনুগত্যের উপর স্থির রাখুন।"

হাদিসের মানঃ সহিহ

সাজিদ মানুষের অন্তর আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝে তিনি যেভাবে চান সেভাবে পরিবর্তন করেন আর তোমরা বলছো মানুষের ইচ্ছা শক্তি আছে!
তোমাকে আরো অনেক কোরান হাদিস দিয়ে দেখাতে পারবো মানুষের তাকদির পূর্ব নির্ধারিত,মানুষের ইচ্ছা শক্তি নেই কিন্তু অন্য কোন দিন আজ আর না রাত্র অনেক হলো,তুমি মেহমান মানুষ তোমাকে এমনিতেই অনেক জাগিয়ে ফেলছি।এই এক দোষ আমার গল্প শুরু করলে আর থামতেই চাই না।
যাই হোক শেষ হাদিসটা দেখো

গ্রন্থঃ সূনান আবু দাউদ (ইফাঃ)
অধ্যায়ঃ ৩৫/ সুন্নাহ (كتاب السنة)
হাদিস নম্বরঃ ৪৬৩০

১৭. তাকদীর সম্পর্কে।

৪৬৩০. আবদুল্লাহ্ কা'নাবী (রহঃ) .... মুসলিম ইবন জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি উমার ইবন খাওাব (রাঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেনঃ

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ

অর্থাৎ স্মরণ কর! তোমার রব আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারুক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেনঃ আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলেঃ নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী থাকলাম। (৭ঃ১৭২)

রাবী বলেনঃ কা'নাবী এ আয়াত তিলাওয়াত করলে উমার (রাঃ) বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনি। জবাবে তিনি বলেনঃ মহান আল্লাহ্ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর, তার পিঠকে স্বীয় ডান হাত দিয়ে মাসেহ করেন। ফলে অনেক আদম সন্তান সৃষ্টি হয়। এরপর তিনি বলেনঃ আমি এদের জান্নাতে জন্য সৃষ্টি করেছি। এরা জান্নাতীদের ন্যায় আমল করবে। এরপর আল্লাহ্ তার হাত দিয়ে আদমের পিঠকে মাসেহ করেন। ফলে তার আরো সন্তান সৃষ্টি হয়। তিনি বলেনঃ আমি এদের জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করবে।

তখন এক ব্যক্তি বলেঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে আমলের প্রয়োজনীয়তা কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাকে দিয়ে জান্নাতীদের আমল করিয়ে নেন। ফলে, সে ব্যক্তি জান্নাতীদের ন্যায় আমল করতে করতে মারা যায়। যদ্দরুন আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যখন তিনি কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাকে দিয়ে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করান। ফলে সে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করতে করতে মারা যায়। যদ্দরুন আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।

হাদিসের মানঃ সহিহ

দেখো সাজিদ সহিহ হাদিস কী বলে আল্লাহ যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে দিয়ে জান্নাতের আমল করায় আর যাকে জাহান্নামের জন্য তাকে দিয়ে জাহান্নামের।এরপরেও তোমরা কী ভাবে বলো মানুষের ইচ্ছা শক্তি আছে,মানুষ যা করে তা সে নিজের জন্য করে,তার কাজের জন্য আল্লাহ দায়ী নয।এখন তোমাদের কথা সত্য হলে সহিহ হাদিস গুলো ভুল আর যদি সহিহ হাদিস ঠিক থাকে তবে আমি নামাজ পড়ি বা না পড়ি তাতে আমার কিছু করার নেই,আমি যদি জান্নাতি হয় তবে আল্লাহ আমাকে দিয়ে জান্নাতের আমল করাবেন আর যদি জাহান্নামি হয় তবে আমাকে দিয়ে জাহান্নাতে আমল করাবে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আজকে ঘুমাতে যাও সাজিদ আরো অনেক বিষয়ে কথার বলার ছিলো যেমন কোরানে বৈপরিত্ব,আল্লাহর দু মুখিতা,আল্লাহ কি সর্বশক্তি মান,কোরানে বিজ্ঞান
আরো অনেক কিছু।তুমি চাইলে পরে কথা হতে পারে।

সাজিদের কথা আগেই শেষ হয়ে গেছে করিম চাচা এতো এতো রেফারেন্সের সামনে কতক্ষণ আর মুখের কথা আর জাকির নায়েকের ভুলভাল যুক্তি দিয়ে টিকা যায়।
সাজিদকে এভাবে পরাজিত হতে দেখে আরিফ একদম বিমর্ষ হয়ে গেছে।
সাজিদ এবং আরিফ দুজনে চুপচাপ শুয়ে আছে কারো মুখে কোন কথা নেই,কিছুক্ষণ পরেই ফজরের আজান পড়লো আরিফ উঠে গেলো নামাজ পড়তে সাজিদ তখনো শুয়ে শুয়ে ভাবছে,আরিফ বল্লো কীরে সাজিদ শুয়ে আছিস যে নামাজ পড়বি না উঠ।
সাজিদ বলে উঠলো তকদিরে থাকলে পড়বো না থাকলে শুয়েই থাকবো।সেদিন আর সাজিদ নামাজ পড়েনি।

ধন্যবাদ

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

তাকদির

জলিল মিয়া

shottershondhane.com